CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-206 ■ 7 May, 2025 ■ আগরতলা ৭ মে, ২০২৫ ইং ■ ২৩ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ সারা দেশে নিরাপত্তা মহড়া

রাজ্যে হবে আট জেলায়

নয়াদিল্লি/আগরতলা, ৬ মে ।। ভারতের নিরাপত্তা প্রস্তুতি জোরদার করতে আগামীকাল ৭ মে মঙ্গলবার দেশজুড়ে আয়োজিত হতে যাচ্ছে এক মেগা সিকিউরিটি ড্রিল। এই মহড়ায় দেশের মোট ২৫৯টি স্থান অংশ নিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে দিল্লি, মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর। ত্রিপুরায় আটটি জেলাতেই ওই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে।

এই মহড়া মূলত আকাশ হামলার সতর্কতা, ব্ল্যাকআউট পরিস্থিতি এবং জরুরি প্রতিক্রিয়ার প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে। জম্মু-কাশ্মীরের পাহালগামে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার প্রেক্ষিতে এই ড্রিল আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের পর এই ধরনের জাতীয় পর্যায়ের নিরাপত্তা মহড়া এবারই প্রথম। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, যেখানে দেশের নাগরিক সুরক্ষা প্রস্তুতির অবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠকে অংশ নেন বিভিন্ন রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি এবং সিভিল ডিফেন্স চিফরা। ২০১০ সালে চিহ্নিত ২৪৪টি সিভিল ডিফেন্স জেলাকে বিশেষভাবে এই মহড়ায় অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার সারা দেশের সাথে মকড্রিল। এ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজস্ব সচিব মঙ্গলবার মহাকরণে কথা বলেন।

এই মহড়ায় থাকবে, এয়ার রেইড সাইরেন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পরীক্ষা। তাতে, সন্ধ্যার সময় বাজানো হবে আকাশ হামলার সতর্কতা সাইরেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর সঙ্গে হটলাইন ও রেডিও যোগাযোগ পরীক্ষা করা হবে। এছাড়া, কন্টোল রুম প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হবে। মূল ও ছায়া কন্টোল রুমগুলো চালু করে দেখা হবে সেগুলোর কার্যকারিতা। জরুরি পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়ার গতি ও দক্ষতা পর্যালোচনা করা হবে। নাগরিক ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণেও রয়েছে নজর। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ মানুষকে সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণ দেওয়া হবেসাইরেন শোনার পর কীভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া যায়, ব্ল্যাকআউটের সময় কী করণীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংরক্ষণ এখন ট্রেনের বগির মতো, কেউ ঢুকলে ঢুকতে দেয় না অন্যকে ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ মে ।। জাতিভিত্তিক সংরক্ষণকে 'ট্রেনের বগির' সঙ্গে তুলনা করে তীব্র মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত। তিনি বলেন, 'যাঁরা এই বগিতে একবার ঢুকে পড়েছেন, তাঁরা আর কাউকে ঢুকতে দিতে চান না।' বিচারপতির এই মন্তব্য সংরক্ষণের পরিধি ও অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিচারপতি সূর্যকান্ত এই মন্তব্য করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিচারপতি সূর্যকান্ত চলতি বছরের শেষের দিকে দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

মহারাষ্ট্রে স্থানীয় নির্বাচনের শেষ দফা হয়েছিল ২০১৬-১৭ সালে। এরপর থেকেই ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের প্রশ্নে আইনি টানাপোড়েন চলছে। ২০২১ সালে সুপ্রিম কোর্ট মহারাষ্ট্র সরকারের ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের অধ্যাদেশ খারিজ করে দেয় এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত জারি করে। ওই শর্তগুলি হল, একটি পৃথক কমিশন গঠন করে সমসাময়িক ও কঠোর উপাত্তভিত্তিক সমীক্ষা চালানো, কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় সংস্থাভিত্তিক সংরক্ষণের অনুপাত নির্ধারণ করা এবং এসসি/এসটি/ওবিসি মিলিয়ে মোট সংরক্ষণ ৫০ শতাংশের বেশি না হওয়া। তথ্য সংগ্রহ এবং আইনি জটিলতায় এরপর থেকে নির্বাচন বন্ধ রয়েছে।

মামলার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং জানান, ওবিসি সনাক্তকরণ সীমানা নির্ধারণের সময় হলেও মহারাষ্ট্র সরকার তা ব্যবহার করছে না। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার নির্বাচনের বদলে নিজের মনমতো নিয়োগকৃত আধিকারিকদের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাগুলি চালাচ্ছে। আরেক পিটিশনারের পক্ষে আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ বলেন, ওবিসি গোষ্ঠীর মধ্যেও রাজনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিগুলিকে আলাদা করে সংরক্ষণের আওতায় আনা উচিত।

এই পর্যায়ে বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, 'সংরক্ষণ এখন ট্রেনের বগির মতো হয়ে গেছে। যারা ঢুকেছে, তারা আর কাউকে ঢুকতে দিতে চায় না। অথচ সরকারের কর্তব্য নতুন শ্রেণিকে চিহ্নিত করা। যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে বঞ্চিত, তারা কেন সুবিধা পাবে না? সংরক্ষণের সুবিধা তো

হাতে☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাকারজলার ঘটনায় এসপি'র কাছে ডেপুটেশন মথা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। টাকারজলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টায় রয়েছে পুলিশ। এখনও সেখানে অবস্থান করছেন খোদ পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা। বিজেপি'র সাথে সংঘর্ষের পর মথার বিধায়কের নেতৃত্বে পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের তিপ্রা মথা বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই-র নেতৃত্বে তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা টাকারজলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করে মঙ্গলবার। সোমবার পশ্চিম টাকারজলা হাড়িয়া পাড়া ভিলেজ কমিটির দখল নিয়ে গতকাল বিজেপি দল এবং তিপ্রা মথা দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত হয় দুই বিজেপি কর্মী ভাঙচুর করা হয় কয়েকটি গাড়ি-স্কুটি, নষ্ট করা হয় বিজেপি দলের প্রচার সজ্জা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন গোটা এলাকায় আধা সামরিক বাহিনী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপহৃতাকে খুঁজতে গিয়ে গ্রেপ্তার বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। অপহৃত নাবালিকা মেয়েকে খুঁজে পেতে থানায় গিয়ে উল্টো গ্রেফতার হলেন বাবা। এদিকে গ্রেফতার করা হয়েছে নাবালিকার অপহরণকারীকেও।

ঘটনার বিবরণে আমতলী থানার ওসি হিমাদ্রি শেখর দাস জানিয়েছেন, নিজের নাবালিকা মেয়ের অপহরণের অভিযোগ নিয়ে আমতলী থানায় আসে এক ব্যক্তি। পুলিশ তার অভিযোগ গ্রহণ করে। তখনই পুলিশ জানতে পারে সেই নাবালিকার বাবার বিরুদ্ধেও থানায় নেশা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুরে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

আগামী ২ বছরের মধ্যে রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ উন্নত রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। উন্নয়নই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পরিকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য আগামী দুই বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ উন্নত রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা। আজ অমরপুর চন্ডিবাড়ি সংলগ্ন স্কুল মাঠে অমরপুর এবং করবুক মহকুমার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনজাতি কল্যাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মে পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বোধন হওয়া এবং শিলান্যাস করা প্রকল্পগুলোর তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি জানান, উল্লেখিত এই সময়কালে মোট ৩৬৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলো জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধানে কাজ করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জিডিপি

বেড়েছে। গড় মাথাপিছু আয়ের দিক থেকেও ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। ত্রিপুরা ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যস্তরের হাসপাতাল থেকে শুরু করে জেলা, মহকুমা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। জিবি হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপিত হচ্ছে, যা আগে ভাবাই যেত না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে ১৪১৩ করা হয়েছে। আরও শয্যা সংখ্যা বাড়াবার প্রচেষ্টা চলছে। সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় সাফল্যের তথ্যাবলি তুলে ধরেন। আগরতলায় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট রিজিওন্যাল ইন্সটিটিউট অব অপথালমোলজি হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য এবারের বাজেটে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

জনজাতিদের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ এবং পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি এলাকায় শিক্ষার উন্নয়ন, একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপন, রাজ্যের তিন জায়গায় তিনটি ডিগ্রী কলেজের হোস্টেল নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর আন্তরিক প্রয়াসের ফলেই ব্রু শরণার্থীদের দীর্ঘ ২৩ বছরের সমস্যার সমাধান হয়েছে। এছাড়াও ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এটিটিএফ এবং এনএলএফটি সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে এটিটিএফ এবং এনএলএফটি সদস্যগণ অস্ত্র ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। ফলে ত্রিপুরা এখন সন্ত্রাসবাদ মুক্ত বলা যায়। এই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষাক্ষেত্রে গরু পালন নিয়ে কর্মশালা

দপ্তরের নির্দেশিকা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। "কোথায় যাচ্ছে ত্রিপুরা?" রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সাম্প্রতিক নির্দেশ ঘিরে এই প্রশ্নই এখন রাজ্যজুড়ে চর্চার কেন্দ্রে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবর্তে 'গরু পালন' বিষয়ে কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশ জারি করেছে শিক্ষা দপ্তর। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি কড়া ভাষায় সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, "রাজ্যের অধিকাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট চরমে। ছাত্রছাত্রীদের ঠিকমতো পড়াশোনাই হচ্ছে না। তারই প্রমাণ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাম্প্রতিক ফলাফল। অথচ সেই সমস্যা সমাধানে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে, সরকার এখন গরু পালনের দিকে ঝুঁকেছে।"

জিতেন্দ্রবাবুর অভিযোগ, "শিক্ষকের অভাবে একদিকে যেখানে ছাত্ররা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে সেখানে শিক্ষা দপ্তর 'দেশী গোবংশ রক্ষণ সংবর্ধন সমিতি' নামক একটি সংগঠনকে স্কুলে পাঠিয়ে গরু পালনের কর্মশালা করাতে চলেছে। নাম দেখলেই বোঝা যায়, এটি আরএসএস-এরই কোনো শাখা সংগঠন।"

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "এই কর্মশালার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো, শিশুদের শৈশব থেকে আরএসএস-এর ভাবনায় গড়ে তোলা। এটি একটি সংগঠিত মগজধোলাইয়ের প্রয়াস।"

সরকারের এই সিদ্ধান্তে শাসকদলের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া না আসায়, বিরোধী নেতা কটাক্ষ করে বলেন, "বিদ্যালয়ের পবিত্র পরিবেশকে ব্যবহার করে গেরুয়া মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় মদত দিচ্ছে সরকার।" শিক্ষার নামে গরু পালনের প্রশিক্ষণ আদৌ শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় এবং রাজ্য রাজনৈতিক দলের সাথে নিয়মিত এবং ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মতবিনিময় শুরু করা হয়েছে।

জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলির সভাপতিদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের এই মতবিনিময় সভা সরাসরি তাদের গঠনমূলক পরামর্শ ও উদ্বেগ বিনিময় করার সুযোগ করে দেয়। এরফলে ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থায় বিদ্যমান আইনগত কাঠামোর মধ্যে সকল অংশীদারিদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষকরা হলেন আমাদের অন্নদাতা। আমাদের রাজ্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস নিয়েছে। আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে আমাদের রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ংম্ভর করতে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে গত ১৯ থেকে ২২ আগস্ট (২০২৪) পর্যন্ত রাজ্যে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। এনডিআরএফ

প্রকল্পে ডিবিটি"র মাধ্যমে আজ রাজ্যের ৪৫টি কৃষি মহকুমার ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৪৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে ৭৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়। রাজ্যে বর্তমানে মোট ৪৮টি কৃষি মহকুমা রয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে অবশিষ্ট অম্পি, করবুক ও অমরপুর এই তিন কৃষি মহকুমার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের এই সহায়তা প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রাঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু এক ব্যক্তির আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। ভয়াবহ বজ্রপাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তি। এছাড়াও আহত হয়েছেন আরো ৯ জন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত আরো ২ জন। ঘটনাটি ঘটেছে ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লালজুরী গ্রাম পঞ্চায়েতে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, প্রতিদিনকার মত রাবার বাগানে গেছিলেন শ্রমিকরা। তাদের সঙ্গে ছিলেন রাবার বাগানের মালিক গৌতম রায়ও। বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে তার। এদিকে গুরুতর আহত হয়েছেন নেপাল গোপ এবং তপন শীল। বর্তমানে তারা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বজ্রপাতে আহত এক শ্রমিক জানিয়েছেন, হঠাৎ বৃষ্টি নামলে তারা একটি শেড ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখনই বিকট শব্দে সবাই অজ্ঞান হয়ে যায়। এদিকে আহতদের উদ্ধার করে কাঞ্চনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাদের জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান বজ্রপাতের ফলে গৌতম☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া বেতন সহ বিভিন্ন দাবিতে দুর্গাবাড়ি চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। বিভিন্ন অভিযোগ এনে দুর্গাবাড়ী চা বাগানে বিক্ষোভ দেখালো শ্রমিকরা। দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাবাড়ি চা বাগান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। কিন্তু এখন প্রায়শই এই চা বাগানের শ্রমিকগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনই ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে মঙ্গলবার।

দীর্ঘদিন ধরে বেতন না পাওয়ায় বাগানের শ্রমিকরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। তাদের অভিযোগ, বাগান স্থাপনের পর থেকে এমন সংকট কখনও দেখা যায়নি। শ্রমিকদের দাবি, বহিরাগতদের দিয়ে বাগান পরিচালনা করা হচ্ছে, যা এই চা বাগানের ইতিহাসে নজিরবিহীন। তারা আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান ম্যানেজার আশীষ অধিকারীর অদক্ষতা ও অবহেলার ফলেই এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে।শ্রমিকরা অবিলম্বে আশীষ অধিকারীকে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি তাদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক মহল। নাহলে বৃহত্তর আন্দোলনেও হুশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণে ধর্মনগরে প্রতীকী অনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। কাশ্মীরে পাকিস্তান মদত পুষ্ট জঙ্গিদের হাতে নিহত ২৬ জন নিরীহ ভারতীয় নাগরিকের স্মৃতিতে ও তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ধর্মনগর মন্ডলের উদ্যোগে আজ দু'ঘণ্টার প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কালিদিঘির পূর্বপাড় সংলগ্ন রাস্তায়, সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত এই অনশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন অধ্যক্ষ বলেন, ২২ এপ্রিল কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়া নিরীহ ভারতীয় পর্যটকদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায় পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গিরা।

সেই মর্মান্তিক হামলায় ২৬ জন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারান। এই জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে আমরা আজ ধর্মনগরে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান একাধিকবার ভারতের অর্থনীতি, সামাজিক স্থিতি ও শান্তি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করেছে। অতীতেও বহু সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে তারা হত্যালীলা চালিয়েছে।

এই প্রতীকী অনশন তারই বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় প্রতিবাদ।"

বিশ্ববন্ধু সেন জানান, এর পূর্বে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকেও মৌন মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "আমরা সবসময় ন্যায়, নীতি ও মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করি। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।"

CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ৭ এপ্রিল,২০২৫ ইং
২৩ বৈশাখ, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

যুদ্ধের আবহে মক ড্রিল

যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে বুধবার সারা দেশে যুদ্ধকালীন মহড়া। ৭মে মক ড্রিলের কারণে সাধারণ জনজীবনে কি প্রভাব পড়িবে? এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করিতেছে সর্বত্র।মঙ্গলবার জানাইয়ায়ে দেওয়া হয়েছে দেশের কোথায় কোথায় এই যুদ্ধকালীন মহড়া করানো হবে। কিন্তু দেশের কোথাও স্কুল বন্ধ রাখার কোনও বিজ্ঞপ্তি মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত জারি করা হয়নি। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোনওরকম বিজ্ঞপ্তি না এলে স্কুল প্রতিদিনের মতোই চালু থাকিবে। প্রতিবেদনে শিক্ষা সংক্রান্ত আধিকারিকদের উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়ছে, স্কুল বন্ধ করার কোনও ঘোষণা নেই। তবে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবকদের যোগাযোগ রাখতে বলেছে।বার পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোবে। ৭মে দুপুরে ওই ফলাফল বের বে। স্কুলে স্কুলে মার্কশিট পাওয়া যাবে ৮মে থেকে। মহারাষ্ট্রে কলেজে পরীক্ষা রয়েছে। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, পূর্ব পরিকল্পনা মতোই কলেজে পরীক্ষা হবে।বুধবার সারা দেশে খোলা থাকিবে ব্যাঙ্ক। ৭ মে বাকি দিনগুলির মতোই ব্যাঙ্কের কাজ হবে। মক ড্রিলের জন্য পরিষেবায় সমস্যা হওয়ার কোনও খবর নাই।

মেট গালায় ভারতীয় তারকাদের চমক, কিং বেশে শাহরুখ, রাজকীয় অবতারে দিলজিৎ

নিউ ইয়র্ক, ৬ মে: ২০২৫ সালের মেট গালায় নজর কাড়লেন ভারতীয় তারকারা। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এই বিশ্ববিখ্যাত ফ্যাশন ইভেন্টে এই বছর প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দিলজিৎ দোসাঁঝ, কিয়ারা আডবানি ও ইশা আম্বানি।

প্রথমবার মেট গালার রেড কার্পেটে হাঁটলেন শাহরুখ। পরনে ছিল থিম অনুযায়ী কালো পোশাকচলতি বছরের থিম ছিল 'টেলোরিং ব্ল্যাক স্টাইল'। কালো পোশাকে, হাতে লাঠি, গলায় "জ্ঞ" লকেট, হাতঘড়ি এবং একাধিক আংটি পরে শাহরুখের রূপে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল 'বাদশাহ' শব্দটি। রেড কার্পেটজুড়ে শুধুই ছিল শাহরুখকে ঘিরে উন্মাদনা।

তবে নিজের অংশগ্রহণ নিয়ে শাহরুখ জানান, "এই প্রথম এবং এই শেষ বার।" শুধুমাত্র সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাতেই নাকি তিনি এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

আরও এক চমক দিলেন অভিনেত্রী কিয়ারা আডবানি। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই তিনি হাজির ছিলেন মেট গালায়। কালো ও সোনালি রঙের একটি গাউন পরে রেড কার্পেটে হেঁটেছেন তিনি। গাউন থেকে স্পষ্ট ছিল বেবি বাম্প, আর সেই সঙ্গে ছিল মাতৃত্বের গ্ল্যামারে ভরপুর এক দীপ্তি।

মেট গালায় এ বছর অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঁঝ। পাঞ্জাবি ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরলেন তিনি। পরনে ছিল সাদা শেরওয়ানি, মাথায় পাগড়ি, গলায় একাধিক হীরের হারসব মিলিয়ে যেন রেড কার্পেটে এক রাজা অবতীর্ণ হয়েছেন। দিলজিতের এই উপস্থিতি মন কেড়েছে সকলের।

এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী মুকেশ আম্বানির কন্যা ইশা আম্বানি। সাদা পোশাক, হীরের গয়না এবং মাথায় মানানসই সাদা টুপিসব মিলিয়ে অনবদ্য লুকে ধরা দিলেন ইশা।

প্রতি বছরের মতো এবারও মেট গালার রেড কার্পেট ছিল তারকাদের ফ্যাশনের প্রতিযোগিতার মঞ্চ। তবে ভারতীয় তারকারা এবারে শুধু উপস্থিতিই নয়, চমক দিয়েছেন রীতিমতো।

ধোনির জন্য বদলাতে হয়েছিল আইপিএল-এর নিয়ম, এতে আখেরে ক্ষতি ভারতীয় ক্রিকেটের- আনক্যাপড প্লেয়ারদের উচ্চ বেতন নিয়ে সরব গাভাসকর

মুম্বই, ৬ মে : আইপিএল বিশ্বের সবচেয়ে বড় টি২০ ক্রিকেট লিগ হিসেবে পরিচিত। এখানে খেলোয়াড়দের আয়ও বেড়েছে বছর বছর। তরুণ এবং ঘরোয়া ক্রিকেটারদেরও এখন কোটি কোটি টাকা আয় করার সুযোগ হয়েছে। তবে ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর আনক্যাপড প্লেয়ারদের উচ্চ বেতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গাভাসকর সম্প্রতি ২০২৫ সালের আইপিএলে আনক্যাপড প্লেয়ারদের নিয়ম পরিবর্তন নিয়ে বিসিসিআই-এর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে, তিনি এমএস ধোনির জন্য যে নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। গাভাসকর জানান, আনক্যাপড খেলোয়াড়দের জন্য নিয়মের পরিবর্তন করে ৪ কোটি টাকার বেতন সীমা করা হয়েছিল, যা তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন।

গাভাসকরের মতে, অস্বাভাবিক পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কোনো খেলোয়াড় যদি সঠিকভাবে তার প্রতিভা প্রদর্শন না করতে পারে, তবে সেই খেলোয়াড়ের আবেগ এবং ক্রিকেটের প্রতি খিদে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, 'বিপুল অর্থের বিনিময়ে কেনার পর, অনেক খেলোয়াড় তাদের খিদে এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এটি ক্ষতিকর হতে পারে।'

এছাড়া, গাভাসকর আরও জানান, গত বছর মেগা নিলামের আগে ধোনি একজন আনক্যাপড খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁকে আইপিএলে অন্তর্ভুক্ত করতে আনক্যাপড প্লেয়ারদের বেতন সীমা ৪ কোটি টাকা করা হয়েছিল।

গাভাসকর বলেন, 'এখনও পর্যন্ত এমন কোনো আনক্যাপড খেলোয়াড় দেখা যায়নি, যাকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে কেনা হয়েছে এবং বড় মঞ্চে নিজের প্রতিভা সে প্রমাণ করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'গত কয়েক বছরে এমন কোনো খেলোয়াড়ের নাম মনে পড়ে না, যাকে বড় অঙ্কের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল এবং দলে তার অন্তর্ভুক্তি ন্যায্যতা পায়।'

এই বছরের আইপিএল ২০২৫-এর মেগা নিলামে সবচেয়ে দামি আনক্যাপড খেলোয়াড় হয়েছেন রশিখ দার সালাম, যাকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৬ কোটি টাকায় কিনেছে। তবে এই ফাস্ট বোলার এখনও পর্যন্ত মাত্র দু"টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন। গাভাসকরের মতে, 'বড় দামের সঙ্গে উচ্চ প্রত্যাশাও আসে, কিন্তু অনেক তরুণ খেলোয়াড় এই চাপের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে ব্যর্থ হয়। পরের বছর যখন তাদের দাম কমে যায়, তখন পরিস্থিতি ভালো হতে শুরু করে।'

মাস্কোতে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা, নিরাপত্তার কারণে রাশিয়ার চারটি প্রধান বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ

মস্কো, ৬ মে: রাশিয়া জানিয়েছে, ইউক্রেন গতরাতে ফের রাজধানী মস্কোর উপর ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে মস্কোর চারটি প্রধান বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় জানিয়েছেন, ইউক্রেনের প্রায় ১৯টি ড্রোনকে রুশ প্রতিরক্ষা বাহিনী লক্ষ্যভেদে পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস করে দেয়। তিনি আরও বলেন, এই হামলায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর নেই।

নবতিপর 'বিশু ডাক্তার' আজও সক্রিয় তারাশঙ্করের 'ধাত্রী দেবতা' রক্ষায়

হেমাভ সেনগুপ্ত

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের "ধাত্রী দেবতা" বাঁচাতে "বিশু ডাক্তার" আজও ডাক্তারি করেন আর্ত জনের সেবায়। প্রতিদিন রোগী দেখার প্রথম পারিশ্রমিক দান করেন ধাত্রী দেবতার উন্নয়নে। এইভাবেই তাঁর প্রিয় সাহিত্যিকের স্মৃতি তর্পণকরেন তিনি।জগন্নাথের রথ কিংবা 'শুক সারি' ছোট গল্পে তারাশঙ্কর যে ডাক্তার চরিত্রের অবতারণা করেছিলেন, ইনিই তিনি। তারাশঙ্করের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ—'আমার সাহিত্য জীবন'- এর পাতায় রয়েছে যে 'বিশু ডাক্তার'-এর কথা, সেই তিনি আজ ৯০ বছর বয়সেও সেবাব্রতী---জীবন্ত কিংবদন্তী সুকুমার চন্দ্র। তবে শুধু ছোট গল্প, আত্মজীবনীতে নয়, ডাক্তার সুকুমার চন্দ্রকে তারাশঙ্কর 'প্রিয় বিশু' বলে সম্বোধন করছেন একাধিক চিঠিতেও। যে সব চিঠি আজ সম্পদ হিসাবে নিজের কাছে সযত্নে আগলে রেখেছেন তিনি অলঙ্কারের থেকেও মূল্যবান বিবেচনায়। যে চিঠিতে ফুটে উঠেছে সাহিত্যিক জীবনের বাস্তব দিক গুলি। তারাশঙ্করের কাছারী বাড়ি 'ধাত্রী দেবতা'—এই বাড়িতে বসেই 'গণদেবতা'-মতো একাধিক অমূল্য সৃষ্টি উপহার দিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রয়ানের পর একটা সময় পরিবারের লোকজন 'ধাত্রী দেবতা' রক্ষার ভার সরকারের হাতে তুলে দেয়। সঙ্গে তাঁর সমস্ত রচনা, প্রাপ্ত বিভিন্ন উপহার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের মতো সমস্ত সামগ্রী। ১৯৯৮ সালে কথাসাহিত্যিকের শতবর্ষে পরিবারের পক্ষ থেকে এসবই তুলে দেওয়া হয় তৎকালীন বাম সরকারের আমলে লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতিকে।কিন্তু পরিবারের আক্ষেপ, ২০১১ সাল পর্যন্ত কার্যত অবরুদ্ধ ছিল ধাত্রী দেবতা। ফলে কবির ব্যবহৃত সামগ্রী অনাদরে অবহেলায় নষ্ট হতে বসেছিল। অগত্যা বাধ্য হয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে তা ২০১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বাংলা একাডেমীকে দান করে দেওয়া হয়। বাম আমলে ধাত্রী দেবতা-র সংস্কারের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু তা দিয়ে লাভপুরের তারা মা ডাঙার মাঠে এক পেল্লায় বাড়ি করান তৎকালীন কর্তাব্যক্তিরা। আর নম নম করে জোড়া তাপপি দেওয়া হয় ধাত্রী দেবতা-য়। নামে মাত্র সংস্কার, সংরক্ষণ করে তালা দিয়ে দেওয়া হয় ধাত্রী দেবতা-য়। বছরের পর বছর এমন অবস্থা চলতে থাকায় তারাশঙ্করের 'বিশু ডাক্তার' খুবই মর্মাহত ছিলেন। ২০১৫ সালে স্থানীয় প্রশাসন ধাত্রী দেবতা-র দরজা খুলে স্থায়ী প্রদর্শশালা করার পরিকল্পনা করে দায়িত্ব দেয় লাভপুরের সাংস্কৃতিক সংগঠন বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী-কে। শুরু হয় ধাত্রী দেবতা সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করার কাজ। ইতিমধ্যেই পরিবারের সহায়তায় বহু মূল্যবান ছবি, ব্যবহৃত আসবাব,বই, চিঠি, চিতাভস্ম, তারাশঙ্করের পূজিতা দেবী সরস্বতীর মূর্তির মতো বহু অমূল্য সামগ্রীতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সংগ্রহশালা।

শেষমেষ ২০১৬ সালে বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী প্রশাসনের সহযোগিতায় ধাত্রী দেবতা খুলে তারাশঙ্করের ব্যবহৃত সামগ্রী নিয়ে একটি প্রদর্শনীর সূচনা করেন। কিন্তু এই বাড়ি দেখভাল ও প্রতিদিনের খরচ চালানোর জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা যোগাড় করতে হিমশিম খেতে হয় সংস্কৃতি বাহিনীকে। ধাত্রী দেবতা খুলেছে এই খবর পেয়ে বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু সেই দিন থেকেই প্রথম রোগী দেখার সাম্মানিক ধাত্রী দেবতা রক্ষায় দেওয়া শুরু করেন। তারপর একদিনের জন্যও তাতে ছেদ পড়েনি। দু টাকা দিয়ে শুরু করার পর এখন তাঁর রোগী দেখার সাম্মানিক দাঁড়িয়েছে ৫০ টাকা। রোগী এলে ডাক্তারবাবুর সাফ কথা, দিতে পারলে দাও। না দিতে পারলে আপত্তি নেই। এইভাবে আজও দুবেলা ডাক্তার দেখে আর্তজনের সেবায় নিয়োজিত বিশু ডাক্তার। ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৪৮ সালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। ১৯৫৭ থেকে ২০১৯ দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত। তবে নিজেকে বৃদ্ধ বলতে আপত্তি সুকুমারবাবুর। সময়ও যেন সত্যিই তাঁর কাছে থমকে দাঁড়িয়েছে। এখনও প্রতিদিন রাত বারোটা পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন কী আবিস্কার হল, তার খোঁজ রাখেন। আবার নিয়ম করে ঠিক সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে রোগী দেখতে বসে পড়েন। বিকাল বেলাতেও ৪টা থেকে প্রায় সাতটা পর্যন্ত চিকিৎসা করেন। গড়ে দৈনিক ৬০ --- ৭০ জন রোগী দেখেন। এই প্রসঙ্গে সুকুমার চন্দ্র বলেন, "আমি ডাক্তারি পাশ করার পর রেলে চাকরি পাই। চাকরি করতে বাইরে যাব বলে পোঁটলা বেডিং নিয়ে হাওড়া পৌঁছেছি। সব কিছু রেখে টালা পার্কে তারাশঙ্করবাবুর বাড়িতে গেলাম তাঁকে প্রণাম করতে। উনি বললেন, তোকে চাকরি করতে হবে না। লাভপুরে ফিরে যা, ডাক্তারি কর, এলাকার মানুষের উপকার হবে, দেশের উপকার হবে। তোরও ভালো হবে। সেই ১৯৫৭ সালে লাভপুর ফিরে এসে ডাক্তারি শুরু করেছি। আজও চলছে। ধাত্রী দেবতা বাঁচলে তারাশঙ্কর থাকবেন, তাই আমার এই সামান্য প্রয়াসটুকু চালিয়ে যেতে চাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ওনার চিঠিগুলোই আমাকে এই বয়সে প্রেরণা দেয়।" প্রথমে গ্রামে এসে সুকুমার বাবু ২ টাকার বিনিময়ে ডাক্তার দেখা শুরু করেন। পরে পার্শ্ববর্তী ময়ূরেশ্বর, বোলপুর, বর্ধমান, কেতুগ্রামের মতো অনেক জায়গায় যেতেন। গ্রামের পর গ্রাম সাইকেল নিয়ে ঘুরে আর্ত মানুষের সেবা করেছেন।

ডাক্তারবাবুর কথায়, "তিনি আমাকে ছোট থেকেই বিশু বলে ডাকতেন। আমি তখন কলকাতা আর জি করে ডাক্তার পড়ছি। শ্যামবাজারের কাছে একটা হোস্টেলে থাকতাম। ১৯৪৬ সাল। কলকাতা জুড়ে তখন দাঙ্গা চলছে। উনি তখন কলকাতার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে থাকতেন। ওই পরিস্থিতির মধ্যেই অনেক দিন সকাল বেলায় চলে এসেছেন আমার খবর নিতে। কখনও কখনও নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আগলে রেখেছেন। ওনার অপার স্নেহ পেয়েছি। সারা জীবনে এই ঋণ শোধ হবে না।" বিশু ডাক্তার এখনও সযত্নে আগলে রেখেছেন তাঁকে লেখা তারাশঙ্করের বহু ব্যক্তিগত চিঠি। যাতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তৎকালীন বাস্তব চিত্র। এমনই একটি চিঠিতে 'প্রিয় বিশু' সম্বোধন করে তারাশঙ্কর লিখছেন --- "মা এর হঠাৎ কিছু ঘটলে ১০০/১৫০ যা লাগে তুমি দিয়ো। বাবাকে উদ্ধারণপুর ঘাটে দাহ করা হয়েছিল। মা র ইচ্ছা সেই চিতাতেই দাহ হবার। আমি এসে তোমাকে দেব।" এখানেই শেষ নয় আদরের বিশুকে আরও লিখছেন- "চাষের সময় ৫ বিশ ধান প্রয়োজন হবে। তুমি দাও তো ভালো হয়। পরে নেবে।" শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই নয়, গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্যও বিশু ডাক্তারের কাছে টাকা ধার করছেন সাহিত্যিক, সেই তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে তারাশঙ্করের চিঠি থেকেই। একটি চিঠিতে লিখছেন," এই মেয়েটির তুমি দুটি ইনজেকশন লাগবে লিখেছো। যদি লাগে দিয়ো। আমি তো দেনাদার রয়েছিই তোমার কাছে। দেনার অঙ্ক বাড়িয়ে নিও।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতিও কখনও কখনও বিশু ডাক্তারের কাছে ব্যক্ত করেছেন তিনি একাধিক চিঠিতে। এক চিঠিতে তারাশঙ্কর লিখছেন, "একটা কিছু ওষুধ আমার জন্য ব্যবস্থা করে দাও। যাতে ঘুমিয়ে যাই শেষদিন পর্যন্ত। নইলে পাগল হয়ে পরমানন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি।"

বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর সম্পাদক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বললেন, ২০১৫ সালে রুগ্ন অবরুদ্ধ ধাত্রী দেবতাকে মিউজিয়াম করার জন্য দায়িত্ব পাই। আমরা বহু চেয়ে চিন্তে একটা পুরোদস্তুর প্রদর্শশালা তৈরি করতে নামি। কিন্তু অর্থাভাব দেখা দেয়। তখন থেকেই তারাশঙ্করের স্মৃতি রক্ষায় প্রতিদিন প্রথম রোগীর সাম্মানিক দিয়ে ধাত্রী দেবতা বাঁচাতে সৈনিক হিসেবে দাঁড়িয়েছেন নবতিপর বিশু ডাক্তার।

পৃথিবীতে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা কীভাবে বাড়ছে?

হোয়াও মারিনহো নেতোর জন্য বরাবরের মতোই ২০২৪ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহটাও সাদামাটা হওয়ার কথা ছিল। ব্রাজিলের উত্তর-পূর্বে আপুইয়ারেস শহরে একটি বৃদ্ধাশ্রমে গত ১০ বছর ধরে একই রকম দিন কাটছিল তার। তবে, এর মধ্যেই হঠাৎ করে খবরের শিরোনাম হয়ে ওঠেন তিনি।

হঠাৎ একদিন ১১২ বছর বয়সী মি. নেতোকে "বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ পুরুষ" উল্লেখ করে খবর প্রকাশিত হচ্ছিলো। যে নার্স তাকে এসব খবরের তথ্য জানান তার সঙ্গে মজার ছলে নেতো বলছিলেন, 'একইসঙ্গে আমি বিশ্বের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষও।' গত ২৫ নভেম্বর ১১২ বছর বয়সে ব্রিটেনের জন টিনিসউডের মৃত্যুর পর গিনেজ ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস মি. নেতোকে সবচেয়ে প্রবীণ পুরুষের তকমা দেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী মানুষের খেতাবটি এখন আরেকজনের কাছে। ১১৬ বছর বয়সী জাপানি নারী তোমিকো ইতুকা গত অগাস্টে নতুন এই রেকর্ড গড়েছেন।

আর আপনারা হয়তো জেনে অবাক হবেন, মি. নেতো বা মিজ. ইতুকার মতো শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা বর্তমান পৃথিবীতে বিরল নয়, মানে খুব একটা কম নয়। বরং এ সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। পৃথিবীতে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা কত? জতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বিশ্বে ১০০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ ৮৮ হাজার। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে শতবর্ষীদের সংখ্যা এক মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ লাখের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। কিন্তু ১৯৯০ সালে শতবর্ষীদের সংখ্যা ছিল ৯২ হাজার।

উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভালো খাবার, জীবনযাপনের ধরনের মানোন্নয়নের কারণে মানুষের গত আয়ু বাড়ছে। জাতিসংঘ ১৯৬২ সাল থেকে মানুষের গড় আয়ুর হিসাব রাখা শুরু করে। সে বছর যাদের জন্ম হয় তাদের গড় আয়ু ৫২ বছরের মতো ছিল বলে জানা যাচ্ছে। ছয় দশক পর বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছরে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ২০৫০ সাল নাগাদ এটা ৭৭ বছরে পৌঁছে যেতে পারে। জাতিসংঘের হিসাবে, এখন বিশ্বে পাঁচ বছরের কম বয়সী যে পরিমাণ শিশু আছে তার চেয়ে বেশি মানুষ আছে ৬৫ বছরের বেশি বয়সী। মোদ্দা কথা হলো, ১০০ বছর বাঁচা এখন আর অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। সবশেষ ২০২৩ সালে জাতিসংঘের এক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য সাত শতাংশ (০.০০৭ শতাংশ) মানুষের বয়স ১০০ বছরের ওপরে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যদিও বেশিরভাগ মানুষের জন্য ১০০ বছরের ঘর ছোঁয়া কঠিন হবে। ২০২৪ সালে ফ্রান্সের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোগ্রাফিক স্টাডিসের হিসাবে, ২০২৩ সালে জন্ম নেওয়া ছেলেদের দুই শতাংশ এবং মেয়েদের পাঁচ শতাংশ বছরের হিসাবে তিন অংকের ঘরে পৌঁছাতে পারেন। জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তবে এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষ জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক জ্যানেট লর্ড বলছেন, 'বেশিদিন বাঁচা আর ভালোভাবে বাঁচা এক নয়।' তিনি ব্যাখ্যা করছেন, যারা দীর্ঘজীবী হন তাদের মধ্যে পুরুষরা গড়ে জীবনের শেষ ১৬ বছর এবং নারীরা শেষ ১৯ বছরের মতো সময় ডায়াবেটিস, ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশের মতো নানা জটিলতায় ভোগেন। শতবর্ষের ওপরে যাওয়ার রহস্য কী? ফ্রান্সের জ্যাঁ কেলমো ১৯৯৭ সালে ১২২ বছর বয়সে মারা যান। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তথ্য রেকর্ড শুরুর পর তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি ১২০ বছরের বেশি বেঁচে ছিলেন। ১০০ বছর পার করা যদি কঠিন হয়, তবে এর পরের বছরগুলো আরো বেশি কঠিন। শতবর্ষের পরের বয়সকে বলা হচ্ছে "সুপার-সেনটেনেরিয়ান" মানে "অতিশতবর্ষী"। বোস্টন ইউনিভার্সিটির দীর্ঘমেয়াদি এক গবেষণায় দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫০ লাখের মত মানুষের মধ্যে গড়ে কেবল একজনই অতিশতবর্ষী হয় এবং অন্তত ১১০ বছর বাঁচে। যুক্তরাষ্ট্রের জনশুমারি অনুযায়ী, ২০১০ সালে দেশটিতে ১০০ বছরের বেশি বয়সীদের সংখ্যা যেখানে ৫০ হাজারের মতো ছিল, ২০২০ সালে তা ৮০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। মানুষের বার্ধক্য নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন, তাদের কাছে শতবর্ষীরা আগ্রহের জায়গা দখল করে আছেন। অধ্যাপক লর্ড বলেন, 'দীর্ঘ বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া মানুষের শরীরে আসলে ঠিক কী ঘটে এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরাও এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত নই।'

দীর্ঘজীবনের সঙ্গে সুস্থতার একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ব্রাজিলের মি. নেতোর চোখে কম দেখা ছাড়া আর বিশেষ কোনো শারীরিক জটিলতা নেই। তার যত্নআত্তির দায়িত্বে থাকা নার্স আলেলুইয়া তেইসেইরা বিবিসিকে বলছিলেন, 'তাকে কোনো ওষুধপত্র খেতে হচ্ছে না, অথচ তার বয়স ১১২!' স্বাস্থ্যকর নয় এমন জীবন পদ্ধতি অনুসরণেরও পরও যারা ১০০ পার করে ফেলেন তাদের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে। এক সময় রাখাল হিসেবে জীবনযাপনকারী মি. নেতোর ছেলে আন্তোনিয়ো জানাচ্ছেন, মদ্যপায়ী হলেও তারা বাবার আর কোনো বদভ্যাস ছিল না। ১২২ বছরের জীবনে জ্যাঁ কেলমো ধূমপায়ী ছিলেন এবং অনেক বেশি চকলেট বার খেতেন।

দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রক্রিয়াটা কেমন? ২০১১ সালে আমেরিকান জেরিয়াট্রিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখানো হয়, ৯৫ বছর বা এর বেশি বয়সী ৪০০ জনেরও বেশি মার্কিন ইহুদির ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখো গেছে, তাদের প্রায় সবারই নানারকম বদভ্যাস ছিল। তাদের প্রায় ৬০ শতাংশ অতিধূমপায়ী ছিলেন, তাদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক জীবনের বেশিরভা সময় স্থূলতায় আক্রান্ত ছিলেন। তাদের কেবল তিন শতাংশ ছিলেন শাকাহারী। ব্যয়াম বা শরীর চর্চার অভ্যাসও ছিল না তাদের অনেকের। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটির অফ ব্রাইটনে বার্ধক্য এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত রোগ সংক্রান্ত বিদ্যা বায়োজেরোনটোলজি নিয়ে পড়ান অধ্যাপক রিচার্ড ফেরার। তিনি বলছেন, 'যারা দীর্ঘজীবন পেতে চান তাদের আমরা বলবো শতবর্ষীদের কাছ থেকে জীবনযাপনের পরামর্শ নেবেন না। সহজাতভাবেই তাদের মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু রয়েছে। কারণ আমরা দীর্ঘজীবী হওয়ার জন্য মানুষকে যা করতে বলি তার পুরোপুরি বিপরীত জীবন কাটিয়েছেন বেশিরভাগ শতবর্ষী।' বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, দীর্ঘজীবী হওয়ার সঙ্গে জিনগত বিষয় জড়িত। জীবনজুড়ে আসতে থাকা ঝড়-ঝাপটা তাদের শরীরের ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। জিনগত কারণেই তারা অনেক বদভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাবও উৎড়ে যেতে পেরেছেন। শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় বিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করছেন, মানুষের গড় আয়ুও বাড়ছে কিনা। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের গবেষকরা দাবি করেছেন, এই শতাব্দীতেই হয়তো শতবর্ষী মানুষের আয়ুষ্কাল আরো বাড়বে এবং অনেকেই ১২৫ বা ১৩০ বছর পার করে ফেলবেন। তবে দীর্ঘজীবনের এই রহস্য ভেদ করতে এখনও আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি। লন্ডনের কিংস কলেজের এইজিং রিসার্চ বিভাগের পরিচালক ড. রিচার্ড সিয়ো মনে করেন, দীর্ঘজীবনের সঙ্গে জীবনযাপনের মানের সম্পর্কের বিষয়টি জানা খুব জরুরি। তিনি বলছেন, 'কতদিন বাঁচতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনার চেয়ে বেশি জরুরি প্রশ্ন হলো, বার্ধক্যকে আমরা কতটা বিলম্বিত করতে পারি, কত বেশি দিন ধরে আমরা সুস্থ-নিরোগ জীবনযাপন করতে পারি। এটা করা সম্ভব হলেই ভোগান্তি এড়িয়ে উপভোগের বিষয়ে পরিণত হবে দীর্ঘজীবন।'

হাতে হাত রেখে পেরিয়ে যাব বিষের বিষাদসিন্ধু

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

আমরা খুবই উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি ভারতীয় জনগণের জীবন জীবিকা ও অধিকারগুলির উপর এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য, রান্নার গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল, জীবন দায়ী ওষুধ আজ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় অপুষ্টি, অনাহার এবং বিনা চিকিৎসায় প্রতিদিন মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে চলেছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার হলেও আজও আমরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছি। দেশে কোটি কোটি বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। অপরদিকে আদানি আম্বানি তথা দেশের ধনী ব্যক্তিরা তাদের মুনাফা বাড়িয়েই চলেছে। উন্নয়নের নামে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ (জল, জমি, বনাঞ্চল, পাহাড়) পুঁজি পতি বা কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যে কারণে প্রতিদিন উচ্ছেদ করা হচ্ছে হাজার হাজার দলিত, গরীব, আদিবাসী জনগণকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর এস এস পরিচালিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিদেশী ঋণের বোঝা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে দেশের সম্পদ বেচে দেওয়া, সরকারি সংস্থাগুলির (ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, কয়লা খনি ইত্যাদি) বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে সংবিধানের "সার্বভৌমত্ব" এবং "সমাজতান্ত্রিক" ধারণাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আসা মানুষদের ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইনি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে সংবিধান লঙ্ঘনের জঘন্য ঘটনা বলে আখ্যা দেওয়ার পরও সুপ্রীম কোর্ট (মসজিদ) ধ্বংসকারীদের হাতেই বিতর্কিত জমিকে তুলে দিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রী-শিক্ষিকাদের হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা, ধর্মান্তরকরণ ও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, মাংস বিক্রি ও গো মাংস ভক্ষণ বন্ধ করা, প্রকাশ্যে ধর্ম প্রার্থনায় বিধিনিষেধ আরোপ থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সঙ্ঘী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী কর্তৃক গণপিটুনি ও বাছাই করে হিংসা ছড়ানোর হাজারো ঘটনা দেখা যাচ্ছে। ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া, গণহারে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে আটক, এনকাউন্টার হত্যা হয়ে চলেছে। এই ধরনের আক্রমণ শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরই নেমে আসছে এমনটা নয়, অন্যান্য সম্প্রদায় সহ দলিত, আদিবাসী ও মহিলাদের উপরও যথেষ্ট মাত্রায় নেমে আসছে। বিরোধী কণ্ঠস্বর ও গণআন্দোলনসমূহের উপরও বাছাই করে ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো হচ্ছে। রাষ্ট্রদ্রোহের ও সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা মামলা দায়ের করে ইউএপিএ, এনএসএ এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের মত দানবীয় আইনে প্রতিবাদীদের জেলে পাঠানো হচ্ছে। এ সবের মধ্য দিয়ে সংবিধানের "ধর্মনিরপেক্ষ", "গণতান্ত্রিক", "প্রজাতন্ত্র" ধারণাগুলি আজ বিপন্ন। মোদি সরকার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরা ও বহু ধর্মীয় ভারতীয় সমাজের বর্ণময় সমন্বয়কে অস্বীকার করে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের এক মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগের মত শক্তিশালী গণআন্দোলন কিম্বা কৃষিকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং আন্দোলনগুলির উপর গণহিংসা চাপিয়ে সেগুলিকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে, দৈনন্দিন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বিপথগামী করতে বা বিভাজন সৃষ্টি করতে ধর্মকে নগ্নভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম সারা দেশের মানুষ যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি, বেসরকারীকরণ, বেকারত্বের বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য মজুরি, স্বচ্ছ নিয়োগ, গণতন্ত্র ও খাদ্যের দাবিতে বিভিন্ন রাজ্যের রাজপথে আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন তখন একের পর এক ধর্মীয় উন্মাদনার মধ্য দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। গত ৩০ মার্চ রামনবমী পূজোর অজুহাতে সশস্ত্র, সহিংস মিছিল আমরা দেখলাম। আমরা এটাও দেখলাম পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা শুরু হয়ে গেল। মানুষের ক্ষয়ক্ষতি এবং হয়রানির সংবাদও পাওয়া গেল। এ ক্ষেত্রে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের অনিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। "আমরা মনে করি সচেতন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ মানুষই পারে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে। আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি প্রতিটি এলাকায় যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট থাকে তার জন্য সজাগ থাকুন।"

আমরা মনে করি ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল আজ তারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সংবিধানকে ধ্বংস করতে চাইছে। প্রতিটি দেশের সংবিধান রচিত হয় একটা আদর্শ এবং দর্শনের উপর ভিত্তি করে। আমাদের দেশের সংবিধানও রচিত হয়েছে নির্দিষ্ট আদর্শ এবং দর্শনের উপর ভিত্তি করেই। তার প্রতিফলন দেখতে পাই সংবিধানের প্রস্তাবনায়। যেখানে উল্লেখ আছে- "সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র"- এর মতো বিষয়গুলি। তাই আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। যারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধতে চাইছে, বহু ধর্ম, জাতি, ভাষাভাষী মানুষের মিলনের দর্শনে সমৃদ্ধ আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানকে ধ্বংস করতে চাইছে এবং রাজনৈতিক ফায়দার জন্য ধর্মকে কাজে লাগানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। আসুন আমরা সবাই হাতে হাত রেখে সম্প্রীতিতে বাঁচি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সাংসদ ও প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

বিচারপতিদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ করল সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ মে।। স্বচ্ছতা ও সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্ট শুরু করেছে বিচারপতিদের সম্পত্তির তথ্য প্রকাশের প্রক্রিয়া।
ইতিমধ্যে প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং হবু প্রধান বিচারপতি বিচারপতি বি. আর. গবই-সহ ২১ জন বিচারপতির সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ আদালতের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।
বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে ৩৩ জন বিচারপতি রয়েছেন। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিচারপতিদের বাড়ি, জমি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, স্থায়ী আমানত, বিমা, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ, গাড়ি, সোনা-রুপোর গয়না এবং পৈতৃক সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছে।
প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নামে একটি মারুতি সুইফ্‌ট গাড়ি রয়েছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং স্থায়ী আমানত মিলিয়ে তাঁর কাছে রয়েছে প্রায় ৫৫.৭৫ লক্ষ টাকা। পিপিএফ অ্যাকাউন্টে ১.০৬ কোটি টাকা এবং জিপিএফ অ্যাকাউন্টে ১.৭৭ কোটি টাকা রয়েছে। দিল্লিতে তাঁর নামে একটি তিন বেডরুম ও একটি চার বেডরুমের ফ্ল্যাট রয়েছে।
হবু প্রধান বিচারপতি বি. আর. গবই মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে একটি পৈতৃক বাড়ির মালিক। এ ছাড়াও মুম্বইয়ের বান্দ্রা এবং নয়াদিল্লিতে তাঁর দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে।
মহারাষ্ট্রের অমরাবতী ও নাগপুরে তাঁর নামে রয়েছে তিনটি কৃষিজমি। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট ১৯.৬৩ লক্ষ টাকা, পিপিএফে ৬.৫৯ লক্ষ টাকা এবং জিপিএফে ৩৫.৮৬ লক্ষ টাকা রয়েছে।
সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাসভবনে নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে, ১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে অনুষ্ঠিত 'ফুল-কোর্ট' বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বিচারপতিদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ করা হবে।
এর আগে ১৯৯৭ এবং ২০০৯ সালে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের সম্পত্তি সংক্রান্ত দুইবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল। যদিও তখন সম্পত্তির বিবরণ প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও, তা প্রকাশ করা ছিল ঐচ্ছিক।
২০১৯ সালের একটি ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, বিচারপতিদের সম্পত্তির বিবরণ 'ব্যক্তিগত তথ্য' নয়, ফলে তা জনসমক্ষে প্রকাশে কোনো আইনগত বাধা নেই।

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের উত্তরসূরি নির্বাচনে ভ্যাটিকানে বৈঠক, হাজির ১৩৩ জন কার্ডিনাল

ভ্যাটিকান সিটি, ৬ মে: রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রয়াত প্রধান পোপ ফ্রান্সিসের উত্তরসূরি নির্বাচনের লক্ষ্যে ভ্যাটিকানে বসতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ 'কনক্লেভ'। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে ইতিমধ্যেই ভ্যাটিকানে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ১৩৩ জন কার্ডিনাল।
৮৮ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর সোমবার ভ্যাটিকানের কাসা সান্টা মার্টা বাসভবনে প্রয়াত হন পোপ ফ্রান্সিস। তাঁর মৃত্যুর পরেই নতুন পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরুর তোড়জোড় শুরু হয়।
আগামী বুধবার থেকে শুরু হবে কনক্লেভ, যেখানে সিস্টাইন চ্যাপেলের ভিতরে ওই কার্ডিনালরা পোপ নির্বাচনের জন্য ভোট দেবেন। প্রথম দিনে একবার ভোট গ্রহণ হবে। এরপর প্রতিদিন চারবার করে ভোটগ্রহণ চলবে, যতক্ষণ না কোনও একজন প্রার্থী দুই-তৃতীয়াংশ কার্ডিনালের সমর্থন পান।
এই কনক্লেভ চলাকালীন সমস্ত কার্ডিনাল বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখবেন। কনক্লেভ শেষ হওয়ার পরেই ভ্যাটিকান স্কোয়ারে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন পোপের নাম ঘোষণা করা হবে।
উল্লেখ্য, এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে পরিচালিত হয় এবং প্রতিবারই বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ক্যাথলিক এই ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন।

পহেলগাম জঙ্গি হামলার পর উচ্চস্তরের নিরাপত্তা বৈঠক; প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এনএসএ অজিত ডোভাল

নতুন দিল্লি, ৬ মে: পহেলগাম-এ সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পর নিরাপত্তা পর্যালোচনার অংশ হিসেবে আজ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত ডোভাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর।
এদিকে, আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে চলা নাগরিক সুরক্ষা মক ড্রিল-এর প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ মোহন একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবরা অংশ নেন।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দিল্লি অফিসে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে নাগরিক সুরক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (গুঙ্গট্রচ)-এর মহাপরিচালক সহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
কেন্দ্র সরকার নির্দেশ দিয়েছে যে, আগামীকাল দেশের ২৪৪টি চিহ্নিত নাগরিক সুরক্ষা জেলায় একযোগে এই মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এই মহড়া রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতেও করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
আমাদের প্রতিনিধির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই নাগরিক সুরক্ষা অনুশীলনের মূল উদ্দেশ্য হল জরুরি অবস্থায় বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার অপারেশনাল দক্ষতা ও সমন্বয় যাচাই করা।

অনিয়মের জেরে আইএমএফ-এ ভারতের নির্বাহী পরিচালক পদ থেকে কেভি সুব্রহ্মণিয়ান বরখাস্ত : কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৬ মে: অনিয়মের জেরেই কেভি সুব্রহ্মণিয়ানকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে (জ্জণ্ণ্ক) ভারতের নির্বাহী পরিচালক পদে আচমকা বরখাস্ত করা হয়েছে, এমনটাই দাবি করল কংগ্রেস। একইসঙ্গে কংগ্রেসের অভিযোগ, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া সুব্রহ্মণিয়ানের লেখা বইয়ের দুই লক্ষ কপি অর্ডার দিয়ে 'সরকারি অর্থের অপচয়' করেছে এবং এই কর্মকাণ্ড 'প্রচারের নামে জনগণের টাকায় চালানো হয়েছে।'
মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাটে জানান, কেভি সুব্রহ্মণিয়ানকে তাঁর তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাস আগে আচমকাই বরখাস্ত করেছে মোদি সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে এই হঠাৎ সিদ্ধান্তের কোনো ব্যাখ্যা এখনো দেওয়া হয়নি।
তিনি বলেন, "কোভিডের সময় যখন দেশের অর্থনীতি ২৪ শতাংশ সংকুচিত হয়েছিল, তখন সুব্রহ্মণিয়ান ভি-আকৃতির পুনরুদ্ধারের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা আদৌ বাস্তব হয়নি। এই অর্থনৈতিক ভুলগুলিকে সাফাই দেওয়ার জন্যই তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন এবং এখন তা সামনে আসায় বরখাস্ত করা হয়েছে।"
সুপ্রিয়া শ্রীনাটে দাবি করেন, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ নথি অনুসারে, 'ইন্ডিয়াগ১০০' নামে সুব্রহ্মণিয়ানের বইয়ের দুই লক্ষ কপি কেনার জন্য ব্যাঙ্ক ৭.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে, যার মধ্যে ৩.৫ কোটি টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। প্রতিটি আঞ্চলিক দফতরে ১০,৫২৫ কপি বিতরণের পরিকল্পনা ছিল। বাকি খরচ আঞ্চলিক দফতরগুলিকে 'বিবিধ খরচ'-এর আওতায় বহন করতে বলা হয়।এই বিতর্কিত ব্যয়ের উদ্দেশ্য এবং অনুমোদন নিয়ে কংগ্রেস প্রশ্ন তোলে, "এই বই বিতরণের কী প্রয়োজন ছিল? ব্যাঙ্কের বোর্ড বা আর্থিক পরিষেবা বিভাগের অনুমোদন ছিল কি? এটি কি সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার? সুব্রহ্মণিয়ানের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠতা এই সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে কি না?"আরও একটি গুরুতর অভিযোগ তুলে কংগ্রেস দাবি করেছে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মণিমেখলাই, যাঁর মেয়াদ জুন মাসে শেষ হচ্ছে, নিজের পুনর্নিয়োগ নিশ্চিত করতে এই বইয়ের রয়্যালটি একটি "পরোক্ষ ঘুষ" হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং এই অনুমোদন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকেই এসেছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দেবেন কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন কংগ্রেস নেত্রী।
সাংবাদিক বৈঠকে সুপ্রিয়া শ্রীনাটে আরও বলেন, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ প্রথম পাকিস্তানের আইএমএফ থেকে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণের আবেদনের বিরোধিতা করে ২৯ এপ্রিল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর ভারতের পক্ষ থেকে আইএমএফ-কে পাকিস্তানের অনুরোধ খতিয়ে দেখার আবেদন করা হয়েছে বলে খবর। "আমরা আশাবাদী, ভারত সরকারের এই আবেদন গ্রহণ করা হবে এবং সন্ত্রাসে মদতদাতা দেশ পাকিস্তান এই ঋণ পাবে না," বলেন সুপ্রিয়া শ্রীনাটে।

সন্ত্রাসী হামলার গোয়েন্দা তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আগেই পৌঁছেছিল, তাই বাতিল হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর সফর, মাল্লিকার্জুন খাড়গে'র বিস্ফোরক দাবি

নয়াদিল্লি, ৬ মে: কংগ্রেস সভাপতি মাল্লিকার্জুন খাড়গে মঙ্গলবার বিস্ফোরক দাবি করে বলেন, জম্মু-কাশ্মীরে সম্ভাব্য জঙ্গি হামলার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আগাম গোয়েন্দা সতর্কতা পৌঁছেছিল। যার জেরেই তিনি কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলের নির্ধারিত সফর বাতিল করেন। খাড়গে জানান, এই সতর্কতা পহেলগাঁও হামলার ঠিক তিন দিন আগে অর্থাৎ ১৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছিল।
তিনি বলেন, 'এটা স্পষ্ট গোয়েন্দা ব্যর্থতা। সরকার নিজেই তা স্বীকার করেছে এবং বলেছে সমাধান করবে। কিন্তু যদি আগেই জানতেন, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? আমি শুনেছি, প্রধানমন্ত্রী সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই কাশ্মীর সফর বাতিল করেন। আমি একটি সংবাদপত্রেও এটা পড়েছি।' প্রসঙ্গত, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও-এ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। সেই হামলা নিয়ে খাড়গে বলেন, সরকার এক সর্বদলীয় বৈঠকে নিরাপত্তা ত্রুটির কথা মেনে নিয়েছে।তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যদি সরকার জানত এমন হামলা হতে পারে, তাহলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি কেন?" ২৪ এপ্রিলের ওই সর্বদলীয় বৈঠকে সরকার স্বীকার করে যে, অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁও-এর কাছে ঐতিহ্যগতভাবে জুন মাসের অমরনাথ যাত্রার আগে পর্যন্ত বন্ধ থাকা বৈসরান এলাকা খুলে দেওয়ার বিষয়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে আগাম কিছুই জানানো হয়নি।সূত্রের খবরে জানা গেছে, হামলার আগে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সতর্ক করেছিল। বিশেষ করে শ্রীনগরের শহরতলির হোটেলগুলোয় থাকা পর্যটকদের নিশানা করতে পারে জঙ্গিরা। এমনকী প্রধানমন্ত্রী মোদির কাত্রা থেকে শ্রীনগরগামী প্রথম ট্রেন উদ্বোধনের সফরের সময়ও হামলার সম্ভাবনা ছিল বলে ইনপুট ছিল গোয়েন্দাদের কাছে। তবে সরকারি সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদির ওই সফর আবহাওয়ার

বিদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রে আমেরিকার শুল্ক, অস্ট্রেলিয়ার কড়া আপত্তি

ক্যানবেরা, ৬ মে: বিদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রের উপর আমেরিকার আরোপিত শতভাগ শুল্ককে 'অযৌক্তিক' বলে আখ্যা দিয়েছে পুনর্নির্বাচিত অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি সরকার। সমাজসেবা মন্ত্রী আমান্ডা রিশওয়ার্থ আজ বলেন, প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজসহ সরকারের পুরো টিম সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের পর এই নতুন শুল্ক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমেরিকার কাছে জোরালো আপত্তি জানাবে।
উল্লেখ্য, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নির্মিত সব চলচ্চিত্রের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।
এই প্রসঙ্গে ক্যানবেরায় সাংবাদিকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ জানান, নির্বাচনের পর তাঁর ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে এবং এই শুল্ক ইস্যুতেও আলোচনা হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং বলেছেন, পুনর্নির্বাচিত অস্ট্রেলিয়ান সরকারের এই পদক্ষেপের বিরোধিতার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন প্রশাসনকে জানানো হবে।

The date of submission of Online applications for the following Recruitment Notification 04/2024-25 & 05/2024-25 published in local newspaper as well as official website of the society have been extended w.e.f. 07-05-2005 to 16-05-2025 due to receipt of insufficient applications. The candidates already applied against such notification for the following posts need to apply further.

RECRUITMENT NOTIFICATION NO:-04/2024-25

Item No	Name of the Post.	No. of post	Monthly Contract Pay	Age Limit
01.	Driver (HMV)	02 (UR-01, ST-01)	Rs.17,000/-	40 Years.
02.	Driver (LMV)	01(UR)	Rs.15,500/-	40 Years.
03.	Driver (LMV)	02 (UR-01, ST-01)	Rs.12,500/-	40 Years.
04.	Driver	20 (UR-10, ST-06, SC-04)	Rs.12,500/-	40 Years.
05.	Office Assistant with Computer Knowledge	02(UR-01, ST-01)	Rs.16,500/-	40 Years
06.	Tourism Executive (Sagarika Paryatan Niwas, Amarpur)	01(UR)	Rs.15,000/-	40 Years
07.	Assistant Engineer	01(UR)	Rs.40,000/-	Not more than 62 Years.
08.	Library Support Administrator	01(UR)	Rs.35,000/-	Up to 65 Years
09.	Accounts Assistant	01(UR)	Rs.25,000/-	Up to 65 Years
10.	Personal Assistant	01(UR)	Rs.25,000/-	Up to 65 Years
11.	IT Support Assistant	01(UR)	Rs.25,000/-	Up to 45 Years
12.	Administrative Assistant	01(UR)	Rs.20,000/-	Up to 45 Years
13.	Office Assistant	01(UR)	Rs.17,000/-	Up to 45 Years
14.	Library Support Assistant	01(UR)	Rs.17,000/-	Up to 45 Years
15.	Administrative Support Staff	01(UR)	Rs.16,000/-	Up to 45 Years
16.	IT Support Staff	01(UR)	Rs.47,600/-	40 Years.
26.	Technical Officer-ECO-Tourism and Bio-diversity	01 (ST)	Rs.70,000/-	45 Years
28.	Finance Officer (FO)	01 (ST)	Rs.45,000/-	45 Years
30.	Chief Accounts Officer	01(UR)	Rs.80,000/-	50 years
31.	Accountant	01(UR).	Rs.39,518/-	40 Years.
32.	City Mission Manager (MIS&ME)	01(UR)	Rs.27,500/-	40 Years.
34.	Office Assistant	01(UR)	Rs.20,000/-	40 Years
35.	Data Entry Operator	02 (SC-01, ST-01)	Rs.20,000/-	40 Years
36.	Lab Attendant	02 (SC-01, ST-01)	Rs.15,000/-	40 Years
37.	Insurance Medical Officer	01(ST)	Rs.55,000/-	70 Years
38.	Pharmacist	01(UR)	Rs.9,500/-	65 Years.
39.	Auxiliary Nurse Midwife (ANM)	01(ST)	Rs.9,500/-	65 Years.
40.	Office Assistance	01(UR)	Rs.9,500/-	40 Years.
41.	Peon	01(UR)	Rs.7,000/-	40 Years.
42.	Production Assistant (Group-C)	01(UR)	Rs.30,000/-	40 years
43.	Project Assistant (Med-Tech Sector)	01(UR)	Rs.30,000/-	38 years

RECRUITMENT NOTIFICATION NO:-05/2024-25

Item No	Name of the Post.	No. of post	Monthly Contract Pay	Age Limit
01.	Assistant Engineer (Retired)	01(UR)	Rs.40,000/-	62 Years
02.	Junior Architect	01(UR)	Rs.30,000/-	40 Years
03.	Junior Engineer (Electrical)	01(UR)	Rs.30,000/-	40 Years
04.	Junior Engineer (Mechanical)	01(UR)	Rs.30,000/-	40 Years
05.	Accountant	01(UR)	Rs.25,000/-	40 Years
06.	Office Assistant	01(UR)	Rs.16,500/-	40 Years
08.	Centre Administrator (Women)	01(UR)	Rs.21,630/-	40 Years
09.	Case Worker (Women)	02 (UR-01, ST-01)	Rs.13,953/-	40Years
10.	Psycho-Social Counselor	01(UR)	Rs.12,106/-	40 Years
11.	Office Assistant with Computer Knowledge.	01(UR)	Rs.16,453/-	40 Years
12.	Multi-Purpose Staff/Cook. (Women)	03 (UR-01, SC-01, ST-01)	Rs.7,286/-	40 Years
13.	Centre Administrator (Women)	01(UR)	Rs.21,630/-	40 Years
14.	Case Worker (Women)	01(UR)	Rs.13,953/-	40Years
15.	Multi-Purpose Helper (Women)	01(UR)	Rs.7,286/-	40 Years

For the details of the posts, terms and conditions etc may be seen at official website of the society.
Application shall be submitted through online mode only in the website https://sofed.tripura.gov.in from 07-05-2025. Incomplete, un-matched application and without application processing fee shall be rejected without showing any clarification thereof. No application shall be received physically or by post in any circumstances. The last date for submission of online application is 16-05, 2025 up to 5.30P.M.
12. The applicants are requested to visit our above website frequently for up to date notification.
ICA D-150/25

SD/-
MEMBER SECRETARY, SOFED

PNIe-T NO. 17/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 03/05/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	Bid Fee	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Annual maintenance & incidental repair of A/C's and refrigerators installed in the residence's & quarters of the VIPs of Govt. of Tripura for the S.P Mukherjee lane ,Kunjaban quarters complex , Rabindra Palli and adjoining areas during the year of 2025-26.(2nd call) DNIeT No. 02/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26.	Rs 4,86,050.00	Rs 9721.00	Rs 1000.00	365(Three Hundred & Sixty five)Days	Up to 3:00 PM on 17/05/2025	At 3:30 PM on 17/05/2025

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/441/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD, Agartala,

PNIe-T NO:- 13/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 25/04/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturers / authorized sales and service dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Tripura for the following work:
Name of work: Providing, Installation and Commissioning of 1.5 TR / 2.0 TR Split type Air Conditioning system in different location (i) MRU Dept. of Paediatrics, ii) Bacteriology Section, Dept. of Microbiology, iii) HOD's Room, Dept. of Respiratory Medicine, iv) Dept. of Orthopaedics, AGMC & GBP Hospital (02 no. Seminar Room & 01 no. Physiotherapy Room), v) Vice Principal Ground Floorof AGMC & GBP Hospital, Room & Waiting Room Agartala during the year 2024-25.
1. Estimated Cost: Rs 5,20,525.00
2. Earnest Money: Rs 10,411.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 17/05/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/437/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

PNIET No.: 01/EE/WRD-VI/e-tender/2025-26

The Executive Engineer, W.R Division No-VI, Kailashahar, Tripura(U). invites e-tender from eligible
Dt.01.05.2025 bidders up to 3-00 PM on 17.05.2025 for 6 (Six) No(s). Emergency Flood Damage repairing works under W.R Division No-VI, Kailashahar during the year 2025-26. For details visit www.tripura.nic.in or e-mail to eepwdwr6@gmail.com for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/431/25

for and on behalf of the Governor of Tripura.
Designation: Executive Engineer Water Resource Division No-VI, Kailashahar, Tripura(U).

CORRIGENDUM
PNIET.No. 06/EE/DWS/AMP/2024-25 Dated. 24/02/2025

Name of Work: - SWTP at Jatanbari under JJM Scheme/ SH:Upgradation of SWTP at Jatanbari under DWS Sub-Division Karbook by providing and fitting fixing new VT pump motor during the year 2024-25.(2nd Call)
DNIET.No.: - 68/EE/DWS/DIVN/AMP/2024-25
Tender ID: - 2025_CEDWS_58827_1
This is for kind information to all concern that due to some unavoidable circumstances the above mentioned DNIeT under the PNIET No. 06/EE/DWS /AMP/2024-25, Dated 24/02/2025 is hereby treated as cancelled.
All other terms & condition will be remains unchanged.
Tenderer may also visit https://tripuratenders.gov.in.
ICA/C/428/25

Executive Engineer
D.W.S Division,
Amarpur Gomati District, Tripura.

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বাড়ছে উত্তাপ, মরশুমি এই ফল দিয়েই সারুন ফেশিয়াল

মার্চ পড়তে না পড়তেই চড়ছে পারদ। সকাল ও রাতে খানিক ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকলেও বেলা বাড়লেই বাড়ছে গরমের দাপট। এদিকে হাতে আর একটা সপ্তাহ। তারপরেই দোল (২০২৩)। বসন্ত উতসবে মেতে উঠতে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে আপামর বাঙালি। যদিও আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস দোলেও থাকবে পারদের ছ্যাঁকা।

আর এই ঠান্ডা-গরমের প্রকোপে বাড়ছে সর্দি-কাশিও। একবার ধরলে আর তা সারতেই চাইছে না। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। এই শুষ্ক আবহাওয়াতে চুল, মুখের দফারফা। রোদ, গরমে সানস্কিন ব্যবহারের পরেও মুখে যেন কালি পড়ে যাচ্ছে। এই সময় শরীরকে হাইড্রেট রাখা খুবই জরুরি। বেশি করে জল, ফলের রস, ডাবের জল এসব খেতে হবে। এছাড়াও যে সব ফলের মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি সেই রকমই ফল বেছে নিন।

আর এই ফল কাজে লাগান রূপচর্চাতেও। বাজারে এখন তরমুজ এসে গিয়েছে। এবার তাই তরমুজ দিয়েই হোক ফেশিয়াল। এতে মুখে একটা কুলিং এফেক্ট থাকবে। সেই সঙ্গে বজায় থাকবে ফ্রেশনেসও। তরমুজের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে, যা আমাদের ত্বককে পুষ্টি জোগায়, সেই সঙ্গে বজায় থাকে উজ্জ্বল ভাব।

তরমুজের রস আর নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। দ্বিতীয় ধাপ হল স্ক্রাবিং। তরমুজের রসের সঙ্গে সামান্য চালগুঁড়ো আর মধু মিশিয়ে নিন। এবার তা দিয়ে মুখ খুব ভাল করে ঘষে পরিষ্কার করে নিন। এতে মুখের মরা কোষ উঠে আসবে। মুখ পরিষ্কার হবে। দূর হবে ব্ল্যাকহেডসের সমস্যাও। এবার দরকার ম্যাসেজ ক্রিম। তাও বানিয়ে নিন তরমুজের রস দিয়ে। তরমুজের রস, মধু, লেবুর রস, নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার তা সার্কুলার মোশনে মুখে ম্যাসাজ করে নিতে হবে। এতে মুখের রক্ত চলাচল খুব ভাল হবে। সেই সঙ্গে ত্বক উজ্জ্বল হবে আর ভালও থাকবে।

এই ফেশিয়ালের শেষ ধাপ হল মুখে ফেসপ্যাক লাগানো। তরমুজের রসের সঙ্গে টকদই মিশিয়ে নিতে হবে। এবার তা পুরো মুখে খুব ভাল করে লাগিয়ে নিতে হবে। ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। নিয়ম মেনে এই সব ধাপ করলেই মুখ থাকবে চকচকে।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে। প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এই মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর। কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে যা তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

প্রাচীন ও আধুনিকতার মেলবন্ধন "ডাকঘর"

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্কাইপের এই যুগে তথ্য আদান-প্রদান করা থেকে শুরু করে নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তে যোগাযোগ করা এক অতি সহজসাধ্য বিষয়। ইন্টারনেট, মুঠো ফোন, ৫ জি-র জামানায় হাতের তালুতে বন্দি বিশ্ব-জগৎ। ছুটে চলার এই যুগে ইন্টারনেট যেন ধ্রুবতারার স্বরূপ কাজ করে। অথচ বেশ কয়েক বছরে আগে একটু ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে গেলে আমরা দেখতে পাবো ডাকঘরের ব্যবহার। রাজাদের আমল থেকে শুরু করে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রানারের পিঠে বয়ে চলা চিঠির হাল-হকিকত একমাত্র ডাকঘরই সেই সাক্ষীর ধারক ও বাহক তা হলপ করে বলাই যায়।

লেখক সুরজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর "ডাকঘর" বইয়েতে দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছেন, যা পাঠক মহলে বিশেষ প্রশংসনীয়। "প্রাক-কথন" অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, কাগজের জামানায় কাজ করার পাশাপাশি কম্পিউটারের এক ক্লিকে সমস্ত কাজ হয়ে যাবার অভিজ্ঞতা। "বিবর্তন- একনজরে" অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিট চালু হয় ইংল্যান্ডে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে রবার্ট ক্লাইভ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কায়েম করেন। ফলে কোম্পানির ডাক পরিবহনের জন্য পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়ে পরে। ১৭৭২ সালে কোম্পানির প্রয়োজনে প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয়। সেটা মেদিনীপুর জেলার খেজুরিতে। কোম্পানির নিজের প্রয়োজনে নদীবন্দর এবং ডাকঘর তৈরি করা হয়েছিল। আবার অনেকের মতে ১৭৬৪ সালে তৎকালীন বোম্বেতে ভারতবর্ষের প্রথম ডাকঘর স্থাপন করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু হিসাবমতো ১৭৯৪ সালে বোম্বে জিপিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং, ভারতবর্ষে প্রথম প্রথাগত ডাকঘর ১৭৭২ সালে খেজুরিতে স্থাপিত হয়েছিল।

"আগামীর পথচলা" অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, মেল পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র কমে যাওয়ার পরে ব্যবসায়িক মেল এবং অফিস-কাছারির মেলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অনেক দিন থেকেই। ফল এখন অনেকটাই পাচ্ছে ডাক বিভাগ। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রেই পোস্ট অফিসের মেলের আয়তন অনেকটাই বেড়েছে বর্তমানে। বিভাগও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে গ্রাহক সুবিধার এবং বহু পদক্ষেপ করছে এই ধরনের মেলের ক্ষেত্রে। পোস্ট অফিসের দখলিকৃত বাজার যাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং কোনোভাবেই যাতে সংকুচিত না হয়, সেই ব্যাপারে নিয়মিত পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

এছাড়াও লেখকের "তথ্য, পরিসংখ্যান এবং হিসাব", "সিপাহি বিদ্রোহে ডাক ব্যবস্থা", "ডাকটিকিট ও ফিলাটেলি", "বর্তমানের পরিষেবাসমূহ এবং ধারণা" অধ্যায়গুলি থেকে প্রাচীন ডাক পরিষেবা থেকে শুরু করে আধুনিকতার ডিজিটালাইজেশনের বহু খুঁটিনাটি চিত্র ফুটে উঠেছে। সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট "ধানসিড়ি" প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ৪৫০ টাকা, যা পাঠক মহলে সাড়া জাগাবে।

প্লাস্টিকের কাপে চা খান ? রোগের আশঙ্কা তুঙ্গে

বর্তমানে চায়ের দোকানগুলিতে এখন কাচের গ্লাসের বদলে ব্যবহার হচ্ছে কাগজের কিংবা প্লাসটিকের কাপ। কাচের গ্লাস পরিষ্কার করা, যত্ন করে রাখা, এসবের ঝক্কি অনেক ! আর এদিকে কাগজের কাপ বা প্লাস্টিকের কাপের ক্ষেত্রে এত ঝামেলা নেই। তাই তো চায়ের দোকানে এমন কাপের ব্যবহার দিনে দিনে বাড়ছে। কিন্তু জানেন কি, এর থেকে কতটা ক্ষতি হতেপারে ? গবেষণায় বলছে কাগজের কাপে থাকে হাইড্রোফোবিক ফিল্ম নামে এক ধরনের মাইক্রোপ্লাস্টিক। যাতে গরম চা ঢাললেই সেই প্লাস্টিকের কণা কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিশে যায় চায়ে। গবেষকরা জানাচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় কয়েক হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিক মিশে যেতে পারে আপনার সাধের চায়ে। আর তার থেকে বিপত্তি বাড়তে পারে। বিশেষ করে একাধিক রোগের খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা বাড়ে। মাটির ভাঁড়ের বদলে যে হারে প্লাস্টিকের কাপের ব্যবহার আমাদের দেশে শুরু হয়েছে, তাতে আমাদের শরীর রোগমুক্ত রাখাটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে ভারতে প্লাস্টিকের ব্যবহার অনেক বেশি। আর তা থেকেই ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। সাম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, বিশ্বে ক্যানসার বিস্তারের পরিসংখ্যান অনুসারে চিন ও আমেরিকার পরই ভারতের স্থান। প্রতি বছরই আমাদের দেশে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ৪.৫ থেকে ৫ শতাংশ হারে। গবেষণায় জানা গিয়েছে, ক্যানসারের একটা অন্যতম কারণ হল যথেচ্ছ পরিমাণে প্লাস্টিকের ব্যবহার। বিশেষ করে অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে রাস্তার খাবারের দোকান ! জলের বোতল থেকে শুরু করে চায়ের কাপ, সবেতেই প্লাস্টিক। নামী-দামি রেস্তোঁরা বা কফি শপেও আকছার প্লাস্টিকের ড্রিঙ্ক পট দেখা যায়। আর এ সবের হাত ধরে এমন মারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। প্লাস্টিকের চায়ের কাপ থেকে মুখে এবং লিভারে ক্যানসার ছড়াতে পারে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনের মুখ্য গবেষকরা তেমনটাই জানিয়েছে। তাঁদের মতে, চায়ের কাপ মূলত মাইক্রোপ্লাস্টিক দিয়েই তৈরি হয়। এর মধ্যে যে টক্সিক পদার্থ, বিসফেনল রয়েছে, তা ক্যানসারের অন্যতম কারণ। মহিলাদের ইস্ট্রোজেন হরমোনের কার্যকারিতাও কমায় এই ক্ষতিকারক উপাদান। অন্যদিকে পুরুষদের শুক্রাণু কমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই বিসফেনল। মাটির ভাঁড়ের তুলনায় প্লাস্টিকের কাপ সস্তা ও সহজলভ্য। তবে এই ধরনের কাপ তৈরি করতে যে সব উপাদান ব্যবহার করা হয় তা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। শ্বাসকষ্ট, অটিজম থেকে শুরু করে স্তন ক্যানসারের মতো ভয়াবহ অসুখ ছড়াতে পারে এর থেকেই। তাই সময় থাকতে থাকতে সাবধান হন। প্লাস্টিকের চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া এড়িয়ে যান। না হলে কিন্তু বিপদ !

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে।

যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে।

পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যদি।

দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছু নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন। কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

এখানে ভূ-নরক

শ্রীকুমার দত্ত

এখানে টিউলিপ শুধুই রক্ত-রাঙা
অন্য রং বর্জিত এখানে,
ছড়ায় না বসন্তে পবিত্র প্রেমের সুবাস
বাতাসে ছড়ায় শুধু বারুদের গন্ধ
এখানে বরফের রং শ্বেতশুভ্র নয়
এঁয়োতির কপালের সিঁদুরের রঙে লাল
অপাপবিদ্ধতার রং বর্জিত এখানে,
হৃদের জলে ভাসে
অসহায়ের হিমোগ্লোবিন
এখানে বাঁচার ভাষা শুধুই কলমা
আর্তনাদ এখানে শ্রাব্য নয়
গরম ধাতব মৃত্যু শাসায় অহর্নিশ-
তফাৎ যা বেধর্মী যত,
এ আমাদের ভূ-নরক

বানিয়ে ফেলুন আমলকীর জুস

অনেকেই কাঁচা আমলকী খান। কেউ আবার খান শুকিয়ে। তবে দেখা গিয়েছে, আলমকীর জুস হল ভীষণই উপকারী। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, আমলকী জুস খেলে দ্রুত বহু জটিল সমস্যার সমাধান করা যায়। এমনকী হার্টের জন্য একদম ধন্বন্তরি এই পানীয়। তাই এই পানীয় নিয়মিত পান করতে বলেন আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞরা। তবেই হার্টের অসুখ থেকে দূরে থাকতে পারবেন। আমলা জুস তৈরি করবেন কী ভাবে ? ১. প্রথমে ২ থেকে ৩ টি আমলকী নিন। . আমলকীগুলি কেটে নিয়ে একটি ব্লেন্ডারে রাখুন। ব্লেন্ডারের পাত্রে ১ থেকে ২ কাপ জল দিন। এর সঙ্গে মিশিয়ে দিন আদা, মরিচ, মধু ও কিছুটা নুন। এরপর ব্লেন্ডার কিছুটা সময় ঘোরান। তারপর মিক্সার থেকে নামিয়ে ছেঁকে খেয়ে নিন। এই হল আমলা জুস তৈরির সহজতম কৌশল। তবে কারও ডায়াবিটিস, ব্লাড প্রেশারের সমস্যা থাকলে মধু ও নুন মেশাবেন না। এতে সমস্যা তৈরি হবে। এই জুসে রয়েছে পুষ্টির ভাণ্ডার, যেমন - ১. আমলকীতে ২০টি কমলালেবুর সমান ভিটামিন সি রয়েছে, এর পাশাপাশি ২. ভিটামিন এ ৩. ভিটামিন ই ৪. আয়রন ৫. ক্যালশিয়াম ৬. প্রোটিন ৭. কার্ব ৮. ফাইবার ৯. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এই

সমস্ত উপাদানগুলি মিলে আমলকী ফলের রাজা হয়ে উঠেছে। সুগার, প্রেশার, হার্টের অসুখ সব রোগেই এই ফল দারুণ কাজ করে।

মঙ্গলবার আগরতলায় বজরঙ্গি পূজার আয়োজন করা হয়।

বিশ্বে এআই দক্ষতায় ভারতের শীর্ষ স্থান

কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়নে বড় অগ্রগতি: ইউএনডিপি রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ মে : মঙ্গলবার প্রকাশিত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে ভারতের দক্ষতা বর্তমানে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়নে এআই ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে বর্তমানে ২০ লক্ষেরও বেশি দক্ষ সফটওয়্যার ডেভেলপার রয়েছেন, যা এআই ক্ষেত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্যসেবা এবং কৃষি খাতে এআই -এর সফল সংহতির কথাও রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে।

ইউএনডিপি -র মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অফিসের পরিচালক পেদ্রো কনসেকাও বলেন, "আমরা আগামী বছরগুলিতে যেসব সিদ্ধান্ত নেব, তা মানব উন্নয়নের এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। সঠিক নীতিমালা ও মানুষের উপর গুরুত্ব দিলে, এআই কৃষক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পর্যন্ত সবার জন্য নতুন জ্ঞান, দক্ষতা এবং সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে পারে।"এই রিপোর্টে মানব উন্নয়নের সূচকসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যার মধ্যে আয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত। ২০২৪ সালের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী এই সূচকে অগ্রগতির গতি থমকে গেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বৈশ্বিক উন্নয়নের গতি কমে যাওয়ার পাশাপাশি ধনী ও গরিব দেশের মধ্যে বৈষম্য বেড়েই চলেছে। তবুও, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল ১৯৯০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত মানব উন্নয়নে সবচেয়ে দ্রুত অগ্রগতি করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার এইচডিআই মান ৫০ু বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে ০.৬৭২-এ পৌঁছেছে।

বিশ্বজুড়ে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক মানুষ মনে করেন তাদের কাজ এআই দ্বারা অটোমেটেড হতে পারে। তবে, দশজনের মধ্যে ছয়জন মনে করেন এআই তাদের কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং নতুন ধরনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

রিপোর্টে এআই ব্যবহারে মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এতে তিনটি মূল কর্মকাণ্ডের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তাতে রয়েছে, এমন একটি অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে মানুষ এআই-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে সহযোগিতা করবে; এআই-র ডিজাইন থেকে প্রয়োগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করে ২১ শতকের চাহিদা মেটানো।

রিপোর্ট বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রতি পাঁচজনের একজন ইতিমধ্যেই এআই ব্যবহার করছেন। কম উন্নয়নশীল দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ আগামী এক বছরের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা কর্মক্ষেত্রে এআই ব্যবহারের আশা করছেন। এআই এখন আর ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয় — এটি আজকের বাস্তবতা এবং ভারতের মতো দেশগুলির জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। এই প্রেক্ষাপটে, ভারত যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তা বিশ্বমঞ্চে তার উদীয়মান প্রযুক্তি-শক্তির পরিচায়ক বলেই মনে করা হচ্ছে।

অসমে ৭,৭০০ কোটির বিনিয়োগে অনুমোদন, ১৬ হাজারের বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ

গুয়াহাটি, ৬ মে: অসমে ৭,৭০০ কোটির টাকা বিনিয়োগে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার রাতে ছয় ঘণ্টাব্যাপী এক দীর্ঘ মন্ত্রিসভা বৈঠকের পর মঙ্গলবার গুয়াহাটি স্থিত লোক সেবা ভবনে এক প্রেস কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ঘোষণা দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, মোট বিনিয়োগের মধ্যে ১,৫০০ কোটি বিদেশি উৎস থেকে আসবে। "অ্যাডভেঞ্চার আসাম ২.০ সামিটে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন সমঝোতা স্মারকের (ধ্বদ্রড্ড) ফলস্বরূপ এই বিনিয়োগ এসেছে। এর ফলে রাজ্যে ১৬,৪৪৬টি প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে," বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর জোর। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে গুয়াহাটি থেকে মেঘালয়ের উমিয়াম পর্যন্ত একটি ছয়-লেনের রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "এই নতুন রাস্তা গুৰাহাটী-পাঞ্চগ্রাম নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস মহাসড়কের অংশ নয়, বরং এটি একটি পৃথক প্রকল্প যা বর্তমানে পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে।"

অসম সরকার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আরও তিনটি 'পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট' নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস মহাসড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা করছে শ্রীবামপুব-গুযাহাটি, গুয়াহাটি-যোরহাট এবং যোরহাট-ডিব্রুগড় করিডর। "আমরা গুয়াহাটি-পাঞ্চগ্রাম করিডরের জন্য চার বছর ধরে কাজ করেছি। বাকি প্রকল্পগুলো পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়েছি," জানান মুখ্যমন্ত্রী শর্মা।

তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এই রাস্তা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে না। এই রাস্তায় ভারী ট্রাক চলাচল কম হবে, কিন্তু এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বিনিয়োগ।" তিনি আরও জানান, বরাক উপত্যকার জন্য বর্তমানে তিনটি বিকল্প পথ থাকবে প্রচলিত জোয়াই রাস্তা, আগামী বছরে সম্পূর্ণ হতে যাওয়া হাফলং রুট এবং নতুন নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস করিডর।

গণতন্ত্রের সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশে ফিরলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, তাঁকে ঘিরে হাজারো মানুষের উন্মাদনা, উষ্ণ অভ্যর্থনা

ঢাকা, ৬ মে : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চার মাসের চিকিৎসা শেষে লন্ডন থেকে দেশে ফিরেছেন। মঙ্গলবার তাঁর দেশে ফেরা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন বাংলাদেশ একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে রয়েছে এবং জাতীয় নির্বাচনের দিন ঘোষণার জন্য চাপ বাড়ছে।

গত বছর আগস্টে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদচ্যুতির পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসে। এই প্রেক্ষাপটে খালেদা জিয়ার দেশে ফেরা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বিএনপি। লন্ডনে নির্বাসিত অবস্থায় থাকা শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে খালেদা জিয়ার উপস্থিতি বিএনপির জন্য প্রতীকী শক্তি বলেও বিশ্লেষকরা মনে করছেন। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, "এটি আমাদের ও জাতির জন্য আনন্দের মুহূর্ত। গণতন্ত্রের এই সংকটকালে দেশনেত্রীর দেশে ফিরে আসা একটি ঐতিহাসিক দিন। আমরা বিশ্বাস করি, খালেদা জিয়ার দেশে ফেরা গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে একটি বড় পদক্ষেপ।"

৭৮ বছর বয়সী খালেদা জিয়া হুইলচেয়ারে করে বিমানবন্দর ত্যাগ করেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক রাজধানীর প্রধান বিমানবন্দরে এবং সেখান থেকে তাঁর বাসভবন পর্যন্ত সড়কে ভিড় জমান। তিনি হাসিমুখে হাত নেড়ে জনতার শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন।

তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকা খালেদা জিয়াকে ২০১৮ সালে দুটি চেরিটেবল ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মোট ১৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিএনপির দাবি, এই মামলাগুলি ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তা শেখ হাসিনার শাসনামলে আনা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট ১০ বছরের এক সাজা বাতিল করে তাকে অভিযোগমুক্ত ঘোষণা করে। এর আগে ২০২৪ সালের নভেম্বরে আরেকটি আলোচিত মামলায়ও তিনি খালাস পান।

যদিও খালেদা জিয়া আগে থেকেই মুক্ত ছিলেন, তাঁর দেশে ফেরা জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা নিয়ে সরকারের উপর চাপ বাড়াবে বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন জানিয়েছে, নির্বাচন চলতি বছরের ডিসেম্বর অথবা আগামী বছরের জুনে হতে পারে, যা সংস্কারের অগ্রগতির উপর নির্ভর করবে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে তাঁর বড় ছেলে তারেক রহমান বর্তমানে লন্ডনে নির্বাসনে রয়েছেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা, যিনি শেষ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তিনি এখন ভারতে অবস্থান করছেন।

ভারত-ব্রিটেনের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন, মোদীর ভাষায় 'ঐতিহাসিক মাইলফলক'

নয়াদিল্লি/লন্ডন, ৬ মে : ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি মঙ্গলবার সম্পন্ন হয়েছে। এই 'উদ্যমী ও পারস্পরিক লাভজনক' চুক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্ককে আরও গভীর করবে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নতুন গতি আনবে।

এই চুক্তি সম্পন্ন হলো তিন বছর পর, যখন মোদী ও তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ২০২২ সালের অক্টোবরের মধ্যে ওই চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন।

তবে এই সময়ে মদের ওপর শুল্ক, গাড়ি রপ্তানির নিয়ম এবং ব্রিটেনের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে বেশ কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছিল।

এক্স-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, 'বন্ধু প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দিত। এক ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছেছি — ভারত ও যুক্তরাজ্য সফলভাবে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং পারস্পরিক লাভজনক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও দ্বৈত অবদান কনভেনশন সম্পন্ন করেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এই ঐতিহাসিক চুক্তিগুলি আমাদের বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও গভীর করবে এবং উভয় দেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্ভাবনে নতুন দিগন্ত খুলবে। আমি শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী স্টারমারকে ভারত সফরে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় রয়েছি।'

ভারতের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই চুক্তিগুলি 'দুই বড় এবং উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির মধ্যে' নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সংযোগ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতির সঙ্গে জোট মজবুত করা ও বাণিজ্য বাধা হ্রাস করা ব্রিটেনের 'পরিবর্তনের পরিকল্পনার' অংশ, যার লক্ষ্য একটি আরও শক্তিশালী ও নিরাপদ অর্থনীতি গড়ে তোলা।

ব্রিটিশ সরকারের সর্বশেষ বাণিজ্য তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের কোয়ার্টার ফোর -এ ভারত ছিল ব্রিটেনের ১১তম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার, যা মোট ব্রিটিশ বাণিজ্যের ২.৪ শতাংশ। এই সময়ে ভারত ও ব্রিটেনের মোট বাণিজ্য (পণ্য ও পরিষেবা) দাঁড়িয়েছে ৪২.৬ বিলিয়ন পাউন্ডে, যা আগের বছরের তুলনায় ৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি। এর মধ্যে ভারতের রপ্তানি ছিল ২৫.৫ বিলিয়ন পাউন্ড (১০.১ু বৃদ্ধি) এবং ব্রিটেনের রপ্তানি ছিল ১৭.১ বিলিয়ন পাউন্ড (৫.৮ু বৃদ্ধি)।

ডআরডিও এবং নৌসেনার আরও এক সাফল্য, সফলভাবে পরীক্ষিত এমআইজিএম মাইন

নয়াদিল্লি, ৬ মে: নতুন প্রযুক্তির সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) এবং ভারতীয় নৌসেনা। মাল্টি-ইনফ্লুয়েন্স গ্রাউন্ড মাইন (থ্বজ্জওথ্ব) নামক মাইনটি পরীক্ষামূলকভাবে সফলভাবে চালু হয়েছে, যা নৌযানগুলির ধ্বংসে বিশেষভাবে সক্ষম। এটি এমন একটি সিস্টেম যা বিভিন্ন সেন্সরের মাধ্যমে শত্রুর জাহাজ ও সাবমেরিনের ওপর আক্রমণ চালাতে সক্ষম।

ডিআরডিও এবং ভারতীয় নৌসেনা একসঙ্গে এই মাইনটি তৈরি করেছে, যা দেশের পানির যুদ্ধ ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। এমআইজিএম সিস্টেমটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এটি শত্রুর জাহাজের সিগন্যাল শনাক্ত করতে এবং তাদের ওপর আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। একবার এটি নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত হলে, এটি ভারতের সমুদ্রীয় সীমায় শত্রু বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এই পরীক্ষাটি ভারতের আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি দেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি নৌবাহিনীর সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে। ডিআরডিও একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে জলতলে মাইন বিস্ফোরণের দৃশ্য দেখা গেছে। রক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স (পুরনো টুইটার) প্ল্যাটফর্মে এই সাফল্যের জন্য ডিআরডিও এবং ভারতীয় নৌসেনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই সিস্টেম ভারতীয় নৌসেনার পানির যুদ্ধ ক্ষমতাকে আরও উন্নত করবে।'

থ্বজ্জওথ্বমাইনটি বিভিন্ন ধরনের সেন্সর দ্বারা সজ্জিত, যা সমুদ্রের জাহাজ দ্বারা উৎপন্ন শব্দ, চুম্বকীয় ক্ষেত্র, চাপ ইত্যাদি মনিটর করে। এই মাইনটির উৎপাদনে অংশীদার হিসেবে রয়েছে বিশাখাপত্তনম, অ্যাপোলো মাইক্রোসিস্টেমস লিমিটেড এবং ভারত ডায়নামিকস লিমিটেড। জানা গেছে, সমুদ্রের নিচে মাইন ব্যবহার বহু শতাব্দী ধরে চলমান একটি নৌ যুদ্ধ কৌশল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও বিভিন্ন দেশ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছিল।

নতুন দিল্লিতে ২২তম ভারত টেলিকম ২০২৫-এর উদ্বোধন করলেন যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নতুন দিল্লি, ৬ মে: যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আজ নতুন দিল্লিতে ২২তম ভারত টেলিকম ২০২৫-এর উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, স্মার্টফোন এখন শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি গোটা বিশ্বের তথ্যের প্রবেশদ্বার এবং এক শক্তিশালী ক্ষমতায়নের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মন্ত্রী জানান, ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম টেলিকম বাজারে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে ১২০ কোটিরও বেশি মোবাইল ব্যবহারকারী রয়েছেন। ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক দশক

ভিনটেজ গাড়ি স্ক্র্যাপিংয়ের বাইরে, স্পষ্ট করল মেঘালয় সরকার

শিলং, ৬ মে: মেঘালয় সরকার সোমবার স্পষ্ট করেছে যে রাজ্যের নতুন যানবাহন স্ক্র্যাপিং নীতির আওতায় 'ভিনটেজ' যানবাহনগুলিকে বাদ দেওয়া হবে। এই নীতির উদ্দেশ্য পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলা করা এবং রাজ্যের যানবাহন বহর আধুনিকীকরণ করা।

রাজ্যে মূলত একটি বেসরকারি পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে, যা গ্রামীণ এলাকার মানুষের চলাচলের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। অনেক পুরনো বাস, যেগুলির কাঠের বডি রয়েছে, এখনও গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ধরনের গাড়িগুলি স্ক্র্যাপিং নীতির আওতায় পড়বে কিনা, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।

তবে পরিবহন দপ্তর জানিয়েছে, ১৯৮৯ সালের কেন্দ্রীয় মোটর যানবাহন বিধির ৮১এ ধারা অনুযায়ী 'ভিনটেজ' হিসেবে নথিভুক্ত গাড়িগুলি স্ক্র্যাপিং-এর বাইরে থাকবে। যদিও এই ধারা মূলত আমদানিকৃত পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং তা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নয়। এই গাড়িগুলিকে নিরাপত্তা ও নিয়ম মেনে চলার শর্তে রাস্তায় চলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পরিবহন বিভাগ আরও জানিয়েছে যে, নতুন নীতির ফলে পরিবেশবান্ধবভাবে পুরনো গাড়ি স্ক্র্যাপ করার জন্য রেজিস্টার্ড ভেহিকেল স্ক্র্যাপিং ফ্যাসিলিটিজ গড়ে তোলা হবে। এই নীতির আওতায় পুরনো গাড়ি স্ক্র্যাপ করলে মালিকরা আর্থিক সুবিধাও পাবেন। স্ক্র্যাপ করা গাড়ির বিনিময়ে মিলবে সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট (ঙ্খদ্রঙ্গ), যা নতুন গাড়ি কেনার সময় ব্যবহার করা যাবে।

এছাড়াও, যারা পুরনো গাড়ি স্ক্র্যাপ করে বিএস-সিক্স মানসম্পন্ন বা বৈদ্যুতিক গাড়ি কিনবেন, তারা সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন ফি ছাড় পাবেন এবং মোটর যান করেও ২৫ শতাংশ (অবাণিজ্যিক) বা ১৫ শতাংশ (বাণিজ্যিক) ছাড় পাওয়া যাবে। সরকারি যানবাহনের ক্ষেত্রে ১৫ বছরের বেশি পুরনো গাড়িগুলি বাধ্যতামূলকভাবে স্ক্র্যাপ করতে হবে। বেসরকারি ও বাণিজ্যিক যানবাহনের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর পুরনো হলে এবং ফিটনেস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে স্ক্র্যাপ করতে হবে।

জাতি জনগণনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে, বিজেপির পাল্টা অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৬ মে: জাতি জনগণনার বিষয়ে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। চিঠিতে তিনি জাতিভিত্তিক জনগণনা নিয়ে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার আহ্বান জানান। খাড়গে উল্লেখ করেছেন যে, এই বিষয়ে তেলেঙ্গানা সরকারের মডেল অনুসরণযোগ্য হতে পারে।

তিনি আরও দাবি করেছেন, সংরক্ষণে ৫০ শতাংশের সীমা তুলে নেওয়া উচিত এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ঞ্জক্কঙ্খ) জন্য সংরক্ষণের বিধান কার্যকর করতে হবে।

এদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) খাড়গের সমালোচনা করে বলেছে, এই চিঠি মূলত রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাওয়ার এক মরিয়া প্রচেষ্টা। আকাশবাণীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি মুখপাত্র গুরু প্রকাশ অভিযোগ করেন যে, সরকার জাতি জনগণনা নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর কংগ্রেস নির্দিষ্ট কোনো ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী যে সাহসিকতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী দেখাতে পারেননি।

পহেলগাম হামলাকে কেন্দ্র করে ইউএনএসসি-র বৈঠকে পাকিস্তানকে তীব্র ভর্ৎসনা, 'ফল্‌স ফ্ল্যাগ' ও পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি প্রত্যাখ্যান

নিউইয়র্ক, ৬ মে: পহেলগাম জঙ্গি হামলার পর ভারতের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ-এ সোমবার একটি 'ক্লোজড ডোর' বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলি পাকিস্তানের 'ফল্‌স ফ্ল্যাগ অপারেশন' ও পারমাণবিক যুদ্ধ সংক্রান্ত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে এবং এই ধরনের বয়ানের তীব্র নিন্দা জানায়।

জানা গেছে, ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে পাকিস্তান নিজেই এই বৈঠকের আহ্বান করেছিল। মে মাসের জন্য পরিষদের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছে গ্রিস। তবে এই বৈঠক ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা পরিষদ চেম্বারে নয়, পাশের পরামর্শ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্কের কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে , সদস্য দেশগুলি পাকিস্তানের 'ফল্‌স ফ্ল্যাগ অপারেশন' থিওরিকে সরাসরি নাকচ করে দেয় এবং পহেলগাম হামলায় লস্কর-এ-তইয়বা-র সম্ভাব্য সম্পৃক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির মতে, এ ধরনের হামলার জন্য জবাবদিহিতা অত্যন্ত জরুরি।

বৈঠকে আরও আলোচিত হয়েছে, কীভাবে হামলাকারীরা পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় যাচাই করে তাঁদের হত্যা করেছে। এই নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডকে অধিকাংশ দেশ 'ধর্মীয় বিদ্বেষে উসকানিমূলক' বলে চিহ্নিত করেছে এবং এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

কিছু সদস্য দেশ পাকিস্তানের লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা ও পারমাণবিক যুদ্ধ নিয়ে মন্তব্যগুলিকে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছে।

বৈঠকে অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তানকে পরামর্শ দিয়েছে, যেন সে ভারতের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করে। পাকিস্তানের এই পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার প্রচেষ্টা কার্যত ব্যর্থ হয়েছে বলেই কূটনৈতিক মহলের অভিমত।

পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যচীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকাছাড়াও অস্থায়ী সদস্য দেশগুলির মধ্যে রয়েছে আলজেরিয়া, ডেনমার্ক, গ্রিস, গায়ানা, পাকিস্তান, পানামা, দক্ষিণ কোরিয়া, সিয়েরা লিওন, স্লোভেনিয়া এবং সোমালিয়া।

নতুন দিল্লিতে 'গতি' কর্মসূচির সূচনা করলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর, বিশ্বব্যাপী প্রতিভার চাহিদা পূরণে ভারতের সক্ষমতার ওপর জোর

নতুন দিল্লি, ৬ মে: বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর আজ নতুন দিল্লিতে 'গ্লোবাল অ্যাক্সেস টু ট্যালেন্ট ফ্রম ইন্ডিয়া'গতি কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে প্রতিভার চাহিদা দ্রুত বাড়ছে এবং ভারত এই চাহিদা পূরণে যথেষ্ট সক্ষম।

ড. জয়শঙ্কর জানান, বৈশ্বিক কর্মসংস্থান ও কর্মশক্তির বিকাশ, পাশাপাশি বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতার কারণে বিদেশে কর্মসুযোগের দিকেও এখন বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের পেছনে জনসংখ্যাগত রূপান্তর, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং সাংস্কৃতিক ও কর্মনৈতিক মানানসই হওয়ার বিষয়গুলি কাজ করছে।

তিনি আরও বলেন, সমসাময়িক যুগে ভারতের কর্মশক্তিকে আরও উৎপাদনক্ষম করে তুলতে সরকার দক্ষতা উন্নয়ন, পেশাগত শিক্ষা এবং পেশাগত প্রস্তুতির নানা উদ্যোগ নিয়েছে।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, সুযোগের পরিমাণ এতটাই বিশাল যে, তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে একটি সর্বজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

মঙ্গলবার আগরতলার রাজপথে সিপিআইএম তরুণের এক বিক্ষোভ র‍্যালি আয়োজিত হয়।

সাতদিন ব্যাপী এনএসএস ক্যাম্পের উদ্বোধনে সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে : শহরের জেল রোডে অবস্থিত ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রাঙ্গণে আজ থেকে শুরু হয়েছে সাতদিন ব্যাপী গুচ্ছ (ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম) ক্যাম্প। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।এই উপলক্ষে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন সাংসদ। তিনি স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বলেন, "রক্তদান ও রক্তদানের আয়োজন সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটি মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"তিনি আরও বলেন, NSS স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা, দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা গড়ে তোলে। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতি বছর এই সাতদিনের কর্মশালা আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।অনুষ্ঠানে স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সহ NSS ইউনিটের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানের শেষে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য আয়োজক ও রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিধায়কের

☞১ম পাতার পর

মোতায়েন করে।এই ঘটনার জেরে মঙ্গলবার দুপুরে বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই র নেতৃত্বে তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা হারিয়া পাড়া এলাকায় পশ্চিম টাকারজলা ভিলেজ কমিটি অফিস পরিদর্শন করে এরপর তারা আসে টাকারজলা থানায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা টাকারজলা থানায়। বিধায়কের নেতৃত্বে কর্মী সমর্থকরা এসপি-র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে গতকালের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। তিপ্রা মথা দলের বিধায়ক এবং কর্মীদের অভিযোগ এই এলাকায় বিজেপি দলের উশৃঙ্খল কর্মী সমর্থক হাতে দা লাঠি নিয়ে ঘোরাফেরা করে। তাদেরকে বাধা দিতে গেলেই গতকাল সংঘর্ষ হয় উভয় দলের কর্মীদের।এলাকার শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে।এই ঘটনার জেরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তারা টাকারজলা থানায় এসপি-র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই। গতকালকের ঘটনার জেরে এখনো থমথম পরিস্থিতি টাকারজলা থানা এলাকায়।

সুপ্রিম কোর্ট

☞১ম পাতার পর

গোনা কিছু পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে।'উল্লেখযোগ্যভাবে, ট্রেন বগির উপমাটি আগেও ব্যবহার করেছিলেন বিচারপতি বি আর গাভাই, যিনি চলতি মাসেই প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হবেন। এসসি/এসটি গোষ্ঠীর উপ-বিভাজন নিয়ে এক রায়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "প্রেসিডেন্সিয়াল লিস্টে থাকা অনেক গোষ্ঠীর মনোভাব এমন, যেন সাধারণ বগিতে উঠেই বাকিদের ঠেকাতে চায়।"এই মন্তব্যগুলি এমন সময়ে এল, যখন কেন্দ্রীয় সরকার আগামী জনগণনায় জাতিগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজেপি এবং তার জোটসঙ্গীদের দাবি, এর ফলে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরেই জাতিগত জনগণনার দাবি করে আসছিল।

গ্রেপ্তার বাবা

☞১ম পাতার পর

কারবারের মামলা আছে। দীর্ঘদিন ধরে সে পলাতক ছিল। তাই সোমবার গভীররাতে বাবাকেও গ্রেফতার করা হয়। পরে তার নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ কাণ্ডে জড়িত যুবককেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত দু"জনকে আমতলী থানার পুলিশ মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রত্যন্ত গ্রামে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল মাঠ ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ মে: ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের বেলকুমবাড়ি স্কুল মাঠে গড়ে উঠছে এক আন্তর্জাতিক মানের সিনথেটিক ফুটবল মাঠ। রাজ্যের যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে, প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই আধুনিক মাঠটি নির্মিত হচ্ছে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে। মাঠটির ভার্চুয়াল শিলান্যাস করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা, ৪ঠা মার্চ ২০২৫।

বেলকুমবাড়ি জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজিত কুমার সিং জানান, আগামী এক মাসের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শেষ হবে।এটি রাজ্যে নির্মাণাধীন তিনটি ফিফা স্ট্যান্ডার্ড মাঠের একটি, যা ঊনকোটি জেলার ক্রীড়াক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। স্থানীয় যুবসমাজের ফুটবলের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ছে, আর এই আধুনিক পরিকাঠামো তাদের খেলোয়াড় হয়ে ওঠার স্বপ্নকে বাস্তবের মাটি দেবে বলেই আশা সকলের।এই উদ্যোগ কেবল ক্রীড়া উন্নয়ন নয়, বরং সমাজে নেশা ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক ইতিবাচক বিকল্প হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা কৃতজ্ঞতায় ভরপুর কণ্ঠে জানাচ্ছেন, এই মাঠ তাদের গ্রামকে নতুন পরিচিতি দেবে।

ধর্মনগরের বীরবিক্রম ইন্সটিটিউশনে শুরু এনএসএস-র সাতদিন ব্যাপী বিশেষ ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ মে:উত্তর জেলার ধর্মনগরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরবিক্রম ইন্সটিটিউশনে আজ থেকে শুরু হয়েছে সাত দিন ব্যাপী এনএসএস-এর (ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম) বিশেষ ক্যাম্প। আজকের দিনটি ছিল এই ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা স্কুল ইনচার্জ রঞ্জু শর্মা, উত্তর জেলা ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক বিভাবসু গোস্বামী, ধর্মনগরের মহকুমাশাসক সজল দেবনাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের কাউন্সিলরসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এনএসএস-এর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা জানান, এনএসএস কেবল একটি স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচি নয়, এটি ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা, নেতৃত্বগুণ, এবং বাস্তবজ্ঞান গড়ে তোলার একটি কার্যকর মাধ্যম।

বক্তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, এই ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সমাজসেবার পাশাপাশি নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। এই সাত দিনের ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নেবে যেমন: পরিচ্ছন্নতা অভিযান, স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ, এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সচেতনতামূলক আলোচনাসভা। এনএসএস প্রোগ্রামের এই উদ্যোগ আগামী প্রজন্মকে আরও সচেতন ও মানবিক করে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন অতিথিবৃন্দ।

কমলপুরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের অর্থরাশি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৬ মে:দুর্গা চৌমুহনী মহকুমা কৃষি তত্বাবধায়কের উদ্যোগে গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ আগস্ট মাসের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মঙ্গলবার কমলপুর নজরুল ভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থরাশি প্রদান করা হয়।

আগস্ট মাসের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মঙ্গলবার কমলপুর নজরুল ভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।। এদিন প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক পরিমল নমঃ শুদ্র, দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্বাবধায়ক বলেন্দ্র দেববর্মা, কৃষি সেক্টর অফিসার প্রিতম সাহা, অফিসার বাবুল ডারলং, সেক্টর অফিসার অনামিকা রিয়াং প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপ। স্বাগত ভাষন দেন দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্বাবধায়ক বলেন্দ্র দেববর্মা। ওই ভয়াবহ বন্যায় কতজন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সরকার কত টাকা প্রদান করেছেন এর হিসাব তুলে ধরেন। ভয়াবহ বন্যায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ৩,৮১৫ জন। টাকা প্রদান করা হয় ৬৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৫০ টাকা। অনুষ্ঠান চলাকালীন রিমোট টিপে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের একাউন্টে অর্থ রাশি প্রদান করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, কৃষক আমাদের অন্ন দাতা। কৃষকদের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকার সাহায্য করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকার কৃষকদের জন্য অর্থ রাশি বরাদ্দ করে।

এনডিআরএফ প্রকল্প থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ মে:এনডিআরএফ প্রকল্প থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ধর্মনগরে। আজ ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে এনডিআরএফ প্রকল্প থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ডিভিটি র মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রধান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিপ্লব দেব, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দাস, কালা ছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন টিংকু শর্মা প্রমূখ। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহকুমার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। অতিথিদের বক্তব্য শেষে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।

তোলাই লক্ষ্য

☞১ম পাতার পর

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বোতাম টিপে অমরপুর এবং করবুক মহকুমার ২৫টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ২২টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এইসব প্রকল্পে মোট ব্যয়বরাদ্দ প্রায় ২১০ কোটি টাকা।উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ কৃতিদেবী সিং দেববর্মা এবং বিধায়ক রঞ্জিত দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পাঠান লাল জমাতিয়া, বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা এবং টিটিএএডিসির কার্যনির্বাহী সদস্যা ডলি রিয়াং, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা। অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহাকে মঙ্গলচন্ডির ছবি সম্বলিত একটি স্মারক তুলে দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও বিপুল সংখ্যক মানুষ এই অনুষ্ঠানে সমবেত হন। এদিকে আজ দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে থাকছড়া পঞ্চায়েত অফিসের উদ্বোধন করেন। এরপরে তিনি ছবিমুড়ায় পর্যটন দপ্তর আয়োজিত ছবিমুড়া উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অর্থানুকুল্যে এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ৬৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা।

তিন বছর পূর্ণ করে গর্বের সাথে এগিয়ে চলেছে এক্স ইউনিটি ডান্স একাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ মে: ধর্মনগরের বাবুরবাজার এলাকায় গুটিগুটি পায়ে পথচলা শুরু করে তিন বছর অতিক্রম করল 'এক্স ইউনিটি ডান্স একাডেমি'। চারজন দক্ষ পরিচালকের যৌথ পরিচালনায় পরিচালিত এই একাডেমির কর্ণধার উদ্দীপ্ত নাথ। বর্তমানে একাডেমিতে দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত নৃত্যের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তারা রাজ্য এবং বহির রাজ্যে ইতিমধ্যেই অনেক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন।

অন্যদিকে শুধু ধর্মনগরেই নয়, এক্স ইউনিটি ডান্স একাডেমি তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যেমন, আসামের বাজারিছড়া ও ত্রিপুরার কুমারঘাট। অচিরেই আরও দুটি নতুন প্রশিক্ষণ শিবির চালু হতে চলেছে কদমতলা ও ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে।

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে কর্ণধার উদ্দীপ্ত নাথ জানান, একাডেমির উদ্যোগে এবার প্রথমবারের মতো ধর্মনগরে তিন দিনব্যাপী এক বিশেষ নৃত্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সরকারি রেজিস্ট্রারভুক্ত এই একাডেমির তত্ত্বাবধানে আয়োজিত 'তপসা প্রশিক্ষণ নৃত্য শিবির'-এ বহিররাজ্য থেকে ছয়জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করবেন। তারা অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের কুচিপুরি, ক্লাসিক্যাল ও ওয়েস্টার্ন নৃত্যের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। যে সকল শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে আগ্রহী, তারা এক্স ইউনিটি ডান্স একাডেমির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ অথবা ফোনের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

এই প্রশিক্ষণ পর্বের শেষে একদিনব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দুটি দলে বিভক্ত করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের নগদ অর্থ পুরস্কার, সার্টিফিকেট ও মেমেন্টো প্রদান করা হবে। শেষে, কর্ণধার উদ্দীপ্ত নাথ 'তপসা প্রশিক্ষণ নৃত্য শিবির'-এর সাফল্য কামনা করেন এবং অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান তাদের সন্তানদের শিল্পকলার এই প্রশিক্ষণে যুক্ত করে তাদের প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ করে দিতে।

কল্যাণপুরে বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ মে:সারা রাজ্যের সাথে কল্যাণপুরের কৃষি দপ্তরের ঘিলাতলী সেক্টর অফিসে মঙ্গলবার গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারী আর্থিক সহায়তা দানের প্রক্রিয়া শুরু হলো। এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনীর উদ্যোগে। মঙ্গলবার ঘিলাতলী সেক্টর অফিসে এর উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। ছিলেন কল্যাণপুরের কৃষি তত্বাবধায়ক রূপক রায়, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, জিলা পরিষদের সদস্য তথা জেলার এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রাজীব পাল প্রমুখ।

রূপক রায় জানান এক এক জন কৃষককে তাদের ক্ষতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তবে কোন কৃষককেই এক হাজার টাকার নীচে দেওয়া যাবে না। কল্যাণপুরে কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তা পাবেন ৪০৪২ জন এবং সবজি ইত্যাদি চাষে সহায়তা পাবেন ২৭৪২ জন কৃষক। প্রতি হেক্টরে সর্বনিম্ন ক্ষতিপূরণ পাবেন ৮৫০০ টাকা করে। মঙ্গলবার এর শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়া চলবে। অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন কৃষক আমাদের অন্নদাতা।

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে রাজ্যে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যায় বহু কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। মঙ্গলবার গোটা রাজ্যের সাথে সাথে কল্যাণপুর কৃষি মহকুমা দপ্তরের উদ্যোগে এক ছোট্ট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার রবীন্দ্রভবনে, যেখানে আমাদের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ মহোদয়ের হাত ধরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্ষতিপূরণের অর্থরাশি।কৃষকের মুখে হাসি ফিরলেই তবেই প্রকৃত উন্নয়নের স্বাদ পাওয়া যায়।

এদিকে, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও অন্নদাতা কৃষকেরা মাঠে কঠোর পরিশ্রম করে মানুষের জন্য অন্নের সংস্থান করছেন। তাই কৃষকের মাঠে হবে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অনুষ্ঠান।

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে রাজ্যে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে মঙ্গলবার দুপুরে কে কে নগর গ্রামের কৃষকদের জমির পাশে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। এনডিআরএফ এর নিয়মাবলী অনুযায়ী ডিবিটি"র মাধ্যমে বিশালগড়ে ১২ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। বিশালগড় কৃষিবিভাগ থেকে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৪ হাজার, উদ্যান বিভাগ থেকে ৪৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯১০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২৫০ জনের মত কৃষক , স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় ও চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতসী দাস ও খেলা ভৌমিক , বিএসি চেয়ারম্যান জাকুলু দেববর্মা, কৃষি সহকারী অধিকর্তা মনীষা দাস, লিপি দাস ও কৃষি বিভাগের অন্যান্য আধিকারিক, কর্মীগন।

আহত দুই

☞১ম পাতার পর

রায়ের মৃত্যু হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।এদিকে বজ্রপাতে গৌতম রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাস। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি।

বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তির আত্মার চির শান্তি কামনা করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন মন্ত্রী।

আট জেলায়

☞১ম পাতার পর

ইত্যাদি শেখানো হবে। ক্র্যাশ ব্ল্যাকআউট প্রয়োগ করা হবে। তাতে, নির্দিষ্ট সময় আলো নিভিয়ে শত্রুপক্ষের নজরদারি এড়ানোর অনুশীলন হবে। এটি ড্রোন হামলা বা বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সহায়ক ভূমিকা নেয়। এদিকে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যোগাযোগ টাওয়ার, জ্বালানি ডিপো ইত্যাদি স্থাপনায় ক্যামোফ্লাজ নেট ও প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে সেগুলো ঢেকে ফেলা হবে। পাশাপাশি, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সরিয়ে নেওয়ার অনুশীলন করা হবে। জনগণকে নিরাপদ বাঙ্কারে সরিয়ে নেওয়ার মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। সিভিল ডিফেন্স কর্মী, ফায়ার সার্ভিস, রেসকিউ টিমসহ সংশ্লিষ্ট বাহিনীকে সক্রিয় করা হবে।এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য হল, আকাশ হামলার সতর্কতা ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই, বিমান বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের পরীক্ষামূলক অনুশীলন, কন্টোল রুম ও জরুরি সাড়া ব্যবস্থার সক্ষমতা মূল্যায়ন, সাধারণ জনগণ ও শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা, ব্ল্যাকআউট ও ক্যামোফ্লাজ কৌশলের প্রয়োগ, সিভিল ডিফেন্স সার্ভিসের গঠনগত প্রস্তুতি, সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যাচাই ও আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা।এই মহড়া কোনো ভূমিকম্প বা অগ্নিকাণ্ডের মতো স্থানীয় দুর্যোগ প্রশিক্ষণ নয়। বরং এটি সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির প্রতিরূপ তৈরি করে পরিচালিত হবে। এতে সেনা-মানের সমন্বয়, আকাশ হামলার অনুশীলন, এবং জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে জনগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই মহড়ার মধ্য দিয়ে ভারত সরকার যুদ্ধকালীন প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে চায়, যাতে ভবিষ্যতে যেকোনো আক্রমণের সময় জনগণ ও প্রশাসন প্রস্তুত থাকে।

প্রতিনিধির সভা

☞১ম পাতার পর

শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ বহুজন সমাজবাদী পার্টির জাতীয় সভাপতি কুমারী মায়াবতীর সঙ্গে ভারতের নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিবেক যোশী নির্বাচন সদনে মতবিনিময় করেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ৪,৭১৯টি সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যারমধ্যে ৪০টি বৈঠক সি.ই.ও.-দের দ্বারা, ৮০০টি ডি.ই.ও.-দের দ্বারা এবং ৩,৮৭৯টি ইআর.ও.-দের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল আলোচনায়

কৃষিমন্ত্রী

☞১ম পাতার পর

করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যে বার্ষিক ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের চাহিদা রয়েছে। উৎপাদন হয় ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার মেট্রিক টন। খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ জেলা, গোমতী জেলা ও সিপাহীজলা জেলা খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়েছে। খোয়াই ও ধলাই জেলা স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে। অবশিষ্ট জেলাগুলিতেও স্বয়ম্ভরতার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে কৃষকদের আয় দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান সমাজে কৃষকদের আত্মসন্মান ও মর্যাদা বেড়েছে। যা আগে দেখা যায়নি। কৃষকরা ছিলেন অবহেলিত। রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার প্রয়াস নিয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা কৃষকদের উন্নয়নে আন্তরিক রয়েছেন। আজ রাজ্যের অনেক শিক্ষিত যুবক-যুবতী কৃষিকাজে এগিয়ে আসছেন।

কৃষক সমাজের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ১৯ থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে ভয়াবহ বন্যায় এত বড় ক্ষতি রাজ্যে আর কোনদিন হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এত টাকা ক্ষতিপূরণও পান নি। তিনি বলেন, কৃষকরা হলেন ভগবান। আমাদের রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ৩০টি ব্লক খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়েছে। অবশিষ্ট ২৮টি ব্লককে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মাননিধি যোজনায় গত ৭ বছরে ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৬৪ জন কৃষককে সহায়তা করা হয়েছে। তাদের দেওয়া হয়েছে ৮৪২ কোটি ৬২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ৩ লক্ষ ১,৬৮৫ জন কৃষককে ২,১৪২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। সহায়ক মূল্যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৬৩ জনকে সয়েল হেলথ কার্ড দেওয়া হয়েছে। গত ৭ বছরে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ২০৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ভর্তুকী দেওয়া হয়েছে। লেম্বুছড়াতে ফুল চাষের জন্য ইন্দো-ডাচ প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে। এআরসি পদ্ধতিতে আলু চাষের কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল ও কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনীভূষণ জমাতিয়া। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস। মূল অনুষ্ঠানের পর কৃষিমন্ত্রী সবুজ পতাকা নেড়ে ৩টি মোবাইল সয়েল টেষ্টিং ভ্যান এর যাত্রার সূচনা করেন।

৪০টি মিনি ট্রাক্টর এবং ৬২টি স্প্রে মেশিন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ মে: আজ ঋষ্যমুখ ব্লকের কৃষকদের মধ্যে ৪০টি মিনি ট্রাক্টর এবং ৬২টি স্প্রে মেশিন প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০২৪ সালের বন্যায় বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য নষ্ট হওয়া এবং জমির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে প্রায় ৮৩৪২ কৃষকদের মধ্যে সোয়া পাঁচ লক্ষ টাকা নগদে প্রদান করা হয় ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে।

বিলোনিয়া কৃষি গোডাউনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ কৃষি যন্ত্রপাতি এবং নগদ অর্থ কৃষকদের মধ্যে প্রদান করা হয় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, কৃষি দপ্তরের দক্ষিণ জেলা উপ অধিকর্তা সুমিত সাহা, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর, ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ মিত্র, বিশিষ্ট সমাজসেবী দ্বীপায়ন চৌধুরী ও নকুল পাল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক টাকা পাঠালে এক টাকাই কৃষকরা পায় এটাই পার্থক্য।

জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন ৪০টি মিনি ট্রাক্টর এবং ৬২টি স্প্রে মেশিন ছাড়াও ভর্তুকি মূল্যের দুটি পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে, তিনি সকলের কাছে আবেদন রাখেন নিজেদের জিনিস যেন নিজেরাই রাখেন। বিনামূল্যে পাওয়া জিনিস যাতে হস্তান্তর না করেন এবং কৃষিকাজ করে যেন আত্মনির্ভর হউন আগামী দিনেও কৃষকদের মধ্যে এই ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হবে, বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্রাংশ পেয়ে স্বাভাবিকভাবে খুশি কৃষকরা।

নেশামুক্ত ভারত সচেতনতা কর্মসূচি পালিত মান্দাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে:নেশামুক্ত ভারত সচেতনতা কর্মসূচি আজ মান্দাই আইসিডিএস প্রকল্পের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিটি মান্দাই আইসিডিএস প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী , আশা কর্মী এবং স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী তড়িৎ দেববর্মা , অভিজিৎ দেববর্মা , ইনস্পেক্টর অফ স্কুল ম্যাচের জমাতিয়া, ক্লাস্টার লিঙ্ক কর্মী রাজেন্দ্র রুপিনী এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা। স্বাগত ভাষণ রাখেন মান্দাই আইসিডিএস প্রকল্পের সিডিপিও অলকা কলই।

অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের পাশাপাশি এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য মান্দাই এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই বিষয়ে এগিয়ে আসার শপথ গ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে রতি দেববর্মা তার জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, যেখানে তিনি কীভাবে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন, তা তুলে ধরেন। তার বক্তব্য উপস্থিত সকলের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে একটি সুস্থ, সচেতন এবং উন্নত সমাজ গঠনের পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হলো।

কর্ণাটক সিভিল সার্ভিসেস গল্ফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫

আগরতলা, ৬ মে: ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এক গৌরবময় মুহূর্তে, দুই বিশিষ্ট কর্মকর্তা- শ্রী সুশান্ত দেব বর্মা, সহকারী কর কমিশনার ও ত্রিপুরা গল্ফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং ড. বিপ্লব নাথ, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (ইএনটি), আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও ত্রিপুরা গল্ফ অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি বেঙ্গালুরুতে ১লা মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্ণাটক সিভিল সার্ভিসেস গল্ফ চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বৃক্ষরোপণ অভিযানে রাজ্য কৃত্যকের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই চ্যাম্পিয়নশিপটি গল্ফ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং কর্ণাটক সরকারের পর্যটন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়, যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আইএএস, আইপিএস, আইএফএস, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য কৃত্যকের আধিকারিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

অসাধারণ দক্ষতা ও ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা প্রদর্শন করে, রাজ্য কৃত্যক দলের সদস্যরা স্বর্ণপদক অর্জন করে চ্যাম্পিয়ন হন এবং রাজ্যের জন্য গৌরব বয়ে আনেন। এটি ছিল এই রাজ্যের আধিকারিকদের প্রথমবারের মতো কর্ণাটক সিভিল সার্ভিস গল্ফ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ।

উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যে গল্ফ খেলার ন্যূনতম মৌলিক পরিকাঠামো না থাকায় এখানকার গল্ফ খেলোয়াড়গণ সম্পূর্ণভাবে আগরতলায় বিএসএফ গল্ফ কোর্সের উপর নির্ভরশীল।

এই অনন্য সাফল্য প্রমাণ করে যে, প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও ত্রিপুরার আধিকারিকরা উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলেছেন।ত্রিপুরা গল্ফ অ্যাসোসিয়েশন শ্রী দেব বর্মা এবং ড. নাথ-কে তাদের প্রশংসনীয় পারফরম্যান্স এবং রাজ্যের মর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

প্রাঙ্গন

বৃষ্টি বিঘ্নিত সুপার ফোরের ম্যাচ এগিয়ে শতদল, ব্যাকফুটে কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শতদল সংঘ এই মুহূর্তে ১৪২ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তবে হাতে রয়েছে পুরো ১০ উইকেট। আশা করা হচ্ছে শতদল সংঘের ব্যাটার্সরা হয়তো আগামীকাল ম্যাচের অন্তিম দিনে কসমোপলিটনের প্রথম ইনিংসে গড়া ১৭৩ রানের গণ্ডি ছাপিয়ে যেতে পারবে। দুই দিনের ম্যাচ, ২ ইনিংসের খেলা। প্রতিটি দলের প্রাথমিক লক্ষ্য লীড নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্ট অর্জন করা। ইতোমধ্যে সম্পন্ন দুটি ম্যাচে একই ঘটনা ঘটেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত এ ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেটে শতদল সংঘ ও কসমোপলিটনের মধ্যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি খেলা হয়েছে। যাতে করে ম্যাচটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ার সংকেত দিচ্ছে। যে কারণে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার বিষয়টা যথেষ্ট ভাইটাল। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কসমোপলিটন ৪৯.৩ ওভার খেলে ১৭৩ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শতদল সংঘ দিনের যতটুকু সময় ব্যাট করতে পেরেছে তার মধ্যে ৬ ওভার খেলে বিনা উইকেটে ৩১ রান সংগ্রহ করেছে। শতদল সংঘের দীপজয় দেব ১০ রানে এবং দেবজ্যোতি পাল ২১ রানে উইকেটে রয়েছে। এর আগে কসমোপলিটনের পক্ষে দেবজিৎ সাহা সর্বাধিক ৩২ রান করেছিল। এছাড়া, দীপঙ্কর ভাটনগরের ২৩ রান এবং সৌরভ করের ২২ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। শতদল সংঘের মিজানুর রহমান পোদ্দার ২৬ রানে ৪টি, অধিনায়ক ভিকি সাহা ৩৭ রানে তিনটি, প্রলয় দাস ৪৩ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে।

তিন দিন ব্যাপী রাজ্য পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা শুরু ৯ মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তিন দিনব্যাপী রাজ্য পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা শুরু ৯ মে। এন এস আর সি সি-র ভারত্তোলন হল ঘরে হবে রাজ্য আসর।

৯ মে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় হবে আসরের উদ্বোধন। উদ্বোধন করবেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা এবং পদ্মশ্রী ড: দীপা কর্মকার। সাবজুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র ওই তিন বিভাগে হবে আসর।

১১ মে সন্ধ্যা পাঁচটায় হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, রাজ্য টেনিস সংস্থার সচিব সুজিত রায়, ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা এবং রাজ্য ভারত্তোলন সংস্থার সচিব দুলাল কর্মকার।

রাজ্য আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সংস্থার কর্তারা। এ খবর জানান রাজ্য সংস্থার সচিব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ। এদিকে গেলো বছর ধানবাদে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় পাওয়ার লিফটিং এবং শিলচর অনুষ্ঠিত পূর্বোত্তর প্রতিযোগিতার পদক জয়ীদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সংবর্ধনা জানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে দুটি আসরে প্রায় ১৭ জন খেলোয়াড় পদক জয় করেছিলেন।

রোহিতকে নিয়ে বড় বিতর্ক চোট নিয়ে খেলছেন আইপিএল

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন রোহিত শর্মা। সেই চোট নিয়েই আইপিএল খেলছেন। এমনটাই জানালেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। সেই কারণেই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলানো হচ্ছে রোহিতকে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কোনও ক্রিকেটারকেই চোট নিয়ে খেলানোর পক্ষপাতী নয়। যসপ্রীত বুমরাহকে সেই কারণে আইপিএলের শুরু থেকে খেলতে দেওয়া হয়নি।

মহম্মদ শামিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলানোর আগে অনেক বার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সঞ্জু স্যামসনকেও বোর্ড জানিয়ে দিয়েছিল যে, শুধু ব্যাটিং করতে পারবেন তিনি। সেই জায়গায় রোহিত চোট নিয়েই আইপিএল খেলায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আইপিএল শেষ হলেই ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারতীয় দল। সেখানে টেস্ট সিরিজে রোহিতই দলকে নেতৃত্ব দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে চোট নিয়ে রোহিতের আইপিএল খেলার কথা জানালেন জয়বর্ধনে।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রোহিতের নেতৃত্বে যে প্রতিযোগিতা জিতেছিল ভারত।

কিন্তু সেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে গিয়েই চোট পেয়েছিলেন রোহিত। যা এখনও অস্বস্তি তৈরি করছে। সেই কারণেই আইপিএলে বেশির ভাগ ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে শুধু ব্যাট করতে নামছেন রোহিত। মুম্বইয়ের কোচ জয়বর্ধনে বলেন, "শুরু থেকে রোহিতকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলানোর কথা ভাবা হয়নি। কিছু ম্যাচে রোহিত ফিল্ডিংও করেছিল। কিন্তু দলে প্রত্যেকে দুটো করে ভূমিকা পালন করছে।

কিছু কিছু মাঠে আমাদের এমন এক জনকে দরকার ছিল, যে বাউন্ডারিতে দৌড়তে পারবে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকেই রোহিতের একটা হালকা চোট রয়েছে। তাই আমরা ওকে বেশি দৌড় করাতে রাজি নই। আমাদের কাছে রোহিতের ব্যাটিং করতে পারাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

রোহিত এখনও পর্যন্ত ১০ ম্যাচে ২৯৩ রান করেছেন। মঙ্গলবার গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে খেলবে মুম্বই। সেখানেও রোহিতকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলানো হলে অবাক হওয়ার থাকবে না। জয়বর্ধনে বলেন, "রোহিত মাঠে থাকুক, বা না থাকুক ও সব সময় দলকে সাহায্য করে। সব সময় ডাগআউট বসে থাকে। ম্যাচ নিয়ে ভাবছে। দলের বাকিদের সঙ্গে কথা বলছে, পরামর্শ দিচ্ছে। আর আমাদের সব বোলিং বিকল্পকেও মাঠে চাই, সেই কারণেও রোহিতকে পুরো ম্যাচ খেলানো যাচ্ছে না।"

আইপিএলের শুরুটা ভাল হয়নি মুম্বইয়ের। কিন্তু যত প্রতিযোগিতা গড়িয়েছে, তত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তারা। ১১ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছে মুম্বই।

সব সীমা ছাড়াল পাকিস্তান!

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানার ঘটনায় প্রবল ক্ষুব্ধ সুনীল গাভাসকর। এমনকী এশিয়া কাপ থেকে পাকিস্তানকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও করেছিলেন তিনি। এবার পালটা এল বর্ডারের ওপার থেকে। ভারতীয় কিংবদন্তির বক্তব্যকে রীতিমতো 'বোকার মতো' বলে তোপ দাগলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটাররা।

চলতি বছর সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দু'দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে গাভাসকর বলেছিলেন, "যা ঘটছে তাতে যদি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ভেঙে যায়, তবে মোটেও অবাক হব না। যদি দুই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির থাকে, তবে দুই দেশের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কঠিন।" সোজা কথায় পাকিস্তানকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে রাখার কোনও দরকার নেই।

তাতেই বেজায় খেপেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। গাভাসকরকে লক্ষ্য করে একের পর এক তোপ দেগেছেন তাঁরা। যেমন মিঁয়াদাদ বলেছেন, "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না সানি ভাই এটা বলেছেন। উনি সম্মানীয় ব্যক্তি, মাটির মানুষ। উনি তো সব সময় রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন।" একই বক্তব্য প্রাক্তন পাক স্পিনার ইকবাল কাসিমের। তিনি বলেন, "গাভাসকর দুই দেশেই সম্মান পান। রাজনীতির সঙ্গে খেলাকে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়।"

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি তো সেই কথা বলছে না। গাভাসকর মূলত সেটা নিয়েই সোচ্চার হয়েছেন। যা নিয়ে বাসিত আলি সব সীমা ছাড়ালেন। গাভাসকরের মন্তব্যকে 'বোকার মতো' বলে তাঁর বক্তব্য, "আগে তদন্ত হোক। ক্রিকেট সব সময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকবে।" কিন্তু দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তার উপরে নিশ্চয়ই নয়। গাভাসকর কিন্তু সেটার কথাই বলছেন।

একই দিনে দু'বার বিশ্বরেকর্ড

মহিলাদের ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে তৈরি হল নতুন বিশ্বরেকর্ড। ২০১৬ সালের রিয়ো অলিম্পিক্সে নিজের গড়া রেকর্ডই ভাঙলেন আমেরিকার কেটি লেডেকি। ফ্লোরিডায় আয়োজিত টাইর প্রো সিরিজ মিটে নতুন কীর্তি গড়েছেন তিনি। আমেরিকারই গ্রেচেন ওয়ালশ একই দিনে দু'বার ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। প্রথম মহিলা সাঁতারু হিসাবে ৫৫ সেকেন্ডের কম সময়ে ১০০ মিটার বাটারফ্লাই শেষ করেছেন ওয়ালশ।

অলিম্পিক্সে ৮ মিনিট ৪.৭৯ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল শেষ করেছিলেন লেডেকি। শনিবার তিনি সময় নিয়েছেন ৮ মিনিট ৪.১২ সেকেন্ড। ফ্লোরিডার প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৪০০ মিটার পর্যন্ত এগিয়েছিলেন লেডেকি। তার পর গতি একটু কমিয়ে দেন কৌশলগত কারণে। ৪৫০ এবং ৫০০ মিটার শেষ করেন দ্বিতীয় স্থানে থেকে। আবার ৫৫০ মিটার থেকে প্রথম স্থানে ফিরে আসেন। সাঁতার শেষ হওয়া পর্যন্ত লিড ধরে রাখেন তিনি। বিশেষত শেষ ১০০ মিটারে গতি অনেকটাই বাড়িয়ে নেন। তাতেই হয়েছে নতুন বিশ্বরেকর্ড।

ওয়ালশ আবার এক দিনে দু'বার বিশ্বরেকর্ড করেছেন। মহিলাদের ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ের হিটে ৫৫.০৯ সেকেন্ড সময় করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। পরে ফাইনালে ৫৪.৬ সেকেন্ডে সাঁতার শেষ করে এক দিনে দু'বার বিশ্বরেকর্ড গড়েন তিনি। তিনিও নিজেরই আগের বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন ফ্লোরিডায়। গত অলিম্পিক্সের ট্রায়ালে ৫৫.১৮ সেকেন্ড সময়ে ১০০ মিটার বাটারফ্লাই শেষ করে বিশ্বরেকর্ডটি গড়েছিলেন ওয়ালশ।

খুনের হুমকি শামিকে!

আইপিএলের মাঝে খুনের হুমকি মহম্মদ শামিকে। রবিবার ইমেল করে ভারতীয় দলের জোরে বোলারকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভাই মহম্মদ হাসিব উত্তরপ্রদেশের আমরোহার সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনে এফআইআর দায়ের করেছেন।

রাজপুত সিন্দার নামে এক ব্যক্তি খুনের হুমকি দিয়ে ইমেল করেছেন বাংলার ক্রিকেটারকে। স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বিগ্ন শামির পরিবারের সদস্যেরা। বিএনএসের ৩০৮ (৪) ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬ডি এবং ৬৬ই ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আমরোহার এসপির নির্দেশে শুরু হয়েছে তদন্ত। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সম্ভাব্য সব দিক। অভিযুক্ত ব্যক্তি অচেনা বলে জানিয়েছেন শামির ভাই। কী কারণে শামিকে খুনের হুমকি দেওয়া হল, তা বুঝতে পারছেন না পরিবারের সদস্যেরা।

এই মুহূর্তে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএল খেলতে ব্যস্ত শামি। এখনও পর্যন্ত ন'টি ম্যাচ খেলে ছ'টি উইকেট পেয়েছেন তিনি। সোমবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি বাংলার ক্রিকেটার। ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন শামি।

ইয়ামালকে নিয়ে আতঙ্কে ইন্টার মিলান

১০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ইউরোপ সেরা হওয়ার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বার্সেলোনা কি এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবে? উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে ফুটবলপ্রেমীরা সাক্ষী ছিলেন ছয় গোলের রোমাঞ্চকর দ্বৈরথের। ঘরের মাঠে ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে দু'বার পিছিয়ে পড়েও ৩-৩ ড্র করেছিলেন লামিনে ইয়ামাল-রা। কিন্তু এ বার লড়াই অনেক বেশি কঠিন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। কারণ, ইন্টারকে তাদের ঘরের মাঠে হারানো অনেকটা সিংহের গুহায় ঢুকে সিংহ শিকারের মতোই।

শেষ চারের প্রথম পর্বের দ্বৈরথের আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল লামিনে ইয়ামাল-ডেনজিল ডামফ্রিস দ্বৈরথ। বার্সা তারকা নিজে গোল করেছিলেন একটি, করিয়েছিলেন দু'টি। জোড়া গোল করেছিলেন ডামফ্রিস। তবে প্রথম পর্বের ম্যাচের আগে বার্সা শিবিরে অস্বস্তি বেড়ে গিয়েছিল চোট পেয়ে রবার্ট লেয়নডস্কি ছিটকে যাওয়ায়। কিন্তু পোলিশ স্ট্রাইকারের অভাব বুঝতে দেননি ইয়ামাল। তাঁর নেতৃত্বেই নাটকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে ৩-৩ ড্র করেছিল বার্সা। ম্যাচের পরে ইন্টার ম্যানেজার সিমোন ইনজাঘি বলেছিলেন, "ইয়ামালের মতো ফুটবলার ৫০ বছরে একবারই জন্মায়।"

মিলানে মঙ্গলবার রাতে দ্বিতীয় পর্বের দ্বৈরথের আগে বার্সা শিবির অনেকটাই চাপমুক্ত। সুস্থ হয়ে উঠেছেন লেয়নডস্কি। লা লিগায় সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন পোলিশ স্ট্রাইকার। খেলতে পারেননি কোপা দেল রে ফাইনালেও।

ইন্টার শিবিরে অবশ্য ম্যাচের আগে খুব একটা স্বস্তি নেই। এক দিকে ইয়ামালকে নিয়ে আতঙ্ক। অন্য দিকে চোটের কারণে লাউতারো মার্তিনেস ও বাজাঁমা পাভার খেলা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। সাংবাদিক বৈঠকে ইনজাঘি বলছেন, "ইয়ামাল ভয়ঙ্কর। ওকে বল ধরতে দেওয়া চলবে না।" এর পরেই যোগ করেছেন, "আরও একবার অনুশীলনে লাউতারোকে দেখার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। পাভা রবিবার স্বাভাবিক ভাবেই অনুশীলন করেছে। দেখা যাক কী হয়।"

চেন্নাই আস্থা হারাল ধোনির উপরেই?

আইপিএলের প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। তবু লিগ পর্বের বাকি ম্যাচগুলির জন্য নতুন এক ক্রিকেটারকে সই করালেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা। চুক্তি করা হয়েছে গুজরাতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার উর্বিল পটেলের সঙ্গে।

কনুইয়ে চোট পেয়ে রুতুরাজ গায়কোয়াড় আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক করেছে ধোনিকে। ভারতকে দু'টি বিশ্বকাপ দেওয়া প্রাক্তন অধিনায়কও দলকে সাফল্যের রাস্তায় ফেরাতে পারেননি। ধোনি নিজেও পারফর্ম করতে পারছেন না। ম্যাচ জেতাতে পারছেন না। উইকেটরক্ষক হিসাবেও তেমন উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স নেই মাহির। এই প্রথম টানা দু'বার আইপিএলের প্লে-অফে পৌঁছোতে ব্যর্থ হয়েছে চেন্নাই। তা হলে কি ধোনির উপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না চেন্নাই কর্তৃপক্ষ? গুজরাতের ২৬ বছরের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার উর্বিলকে কেন সই করানো হল তবে?

তেমন কিছুই নয়। ধোনির উপর ভরসা অটুট চেন্নাই কর্তৃপক্ষের। আহত বংশ বেদীর পরিবর্ত হিসাবে দলে নেওয়া হয়েছে উর্বিলকে। দিল্লির ২২ বছরের উইকেটরক্ষক গোড়ালির চোটের জন্য এ বারের আইপিএলে আর খেলতে পারবেন না। লিগামেন্টেও চোট পেয়েছেন বংশ। তাঁর পরিবর্ত হিসাবেই উর্বিলকে দলে নেওয়া হয়েছে। গুজরাতের তরুণ গত বছর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৮ বলে শতরান করে নজর কেড়েছিলেন।

সুপার ফোর ক্রিকেট : ওপিসি-কে ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এ ডিভিশন সুপার ফোরের খেলা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। ব্যাটে রানের তেমন সমাহার নেই। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার লক্ষ্যে দুই দলই কিন্তু মরিয়া। ঠিক এই মুহূর্তে পোলস্টার ক্লাব ১৬৯ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তবে হাতে উইকেট রয়েছে আরও নয়টি। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে যথেষ্ট প্রত্যাশা। প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে পোলস্টার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে সারাদিনে মোট ৫০ ওভারের মতো খেলা হয়েছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ওপিসি ৪৪.২ ওভার খেলে ১৭৪ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে পোলস্টার ক্লাব দিনের যতটুকু খেলা হয়েছে, তার মধ্যে ছয় ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে ১৫ রান সংগ্রহ করেছে। পোলস্টারের তনয় মন্ডল বিনা রানে এবং নির্ময় দেব নয় রানে উইকেটে রয়েছে। এর আগে ওপিসি-র অধিনায়ক শুভম ঘোষের ৬৩ রান এবং রাহুল চন্দ্র সাহার ৫৩ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। শুভম ৮৮ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে তেষট্টি রান পায়। রাহুল ৯০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সহযোগে ৫৩ রান পায়। সপ্তজিৎ দাসের ২৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। পোলস্টারের বোলার চিরঞ্জিব দেবনাথ ৪৯ রানে এবং পৌরুষ মিশ্র তেষট্টি রানের বিনিময়ে চারটি করে উইকেট পেয়েছে। নির্ময় দেব পেয়েছে একটি উইকেট।

ইংল্যান্ড সিরিজেই রোহিতের উত্তরসূরি বেছে ফেলতে চান গম্ভীর

খারাপ ফর্মের কারণে ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে রাজি ছিলেন না রোহিত শর্মা। খেলতেও চাননি। তাঁর সেই দাবি না মানা হলেও, ইংল্যান্ড সিরিজ থেকেই রোহিতের উত্তরসূরি বেছে নেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। কোচ গৌতম গম্ভীর চাইছেন, রোহিতের বদলে একজন তরুণ ক্রিকেটার।

শোনা যাচ্ছে, শুভমন গিল পরবর্তী অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে বেশ এগিয়ে আছেন। টক্কর হতে পারে ঋষভ পন্থের সঙ্গেও। ইংল্যান্ড সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহকে যে সহ-অধিনায়ক করা হবে না, তা ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। যিনি সেই দায়িত্ব পাবেন, তিনি আগামী দিনের অধিনায়ক বলে মনে করা হচ্ছে। এক ওয়েবসাইটে বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, "নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্র শুরু হচ্ছে। দল তৈরির আগে ভবিষ্যৎ এবং ধারাবাহিকতার কথা মাথায় রাখা হবে। কোচ গম্ভীর এমন ক্রিকেটারদের চান যারা লম্বা সময় ধরে খেলতে পারে। এত গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে দুমদাম করে কোনও সিদ্ধান্ত হয়তো নেওয়া হবে না। আগের দুটো সিরিজ ভারতের কাছে ভাল যায়নি। তাই ইংল্যান্ড সিরিজ ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" তবে শুভমনকে নিয়ে একটাই সমস্যা। টেস্টে ইদানীং সে ভাবে ধারাবাহিক নন। চেতেশ্বর পুজারার জায়গায় নিয়মিত তিন নম্বরে নামেন বটে, তবে নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সিরিজে উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেননি।

টেস্টে ১৮৯৩ রানের মধ্যে মাত্র ৬৪৯ রান করেছেন বিদেশের মাটিতে। ইংল্যান্ড সফরে তাই কঠিন লড়াই অপেক্ষা করে রয়েছে তাঁর সামনে। নেতৃত্ব পেতে গেলে শুধু দক্ষতা নয়, ব্যাট হাতে ধারাবাহিক ভাবে রানও করতে হবে তাঁকে।

রাসেলকে দক্ষিণ আফ্রিকা লিগে নিয়ে যাচ্ছেন সৌরভ

আন্দ্রে রাসেল রবিবাসরীয় ইডেনে শুধু পুরনো রাসেলকেই ফিরিয়ে আনলেন না। শুধু কেকেআরের মৃতপ্রায় আইপিএল অভিযানকে বুস্টার ডোজ দিয়ে বাঁচিয়েই তুললেন না। একই সঙ্গে নতুন টি-টোয়েন্টি লিগের লোভনীয় চুক্তিও জিতে ফেললেন। এই ৩৭-এর বুড়িয়ে আসা রাসেলকে নেওয়ার জন্যও যে এমন প্রবল আগ্রহ কেউ দেখাতে পারে, কে জানত! আরও চমকপ্রদ, যিনি রাসেলের দিকে নতুন এই চুক্তিপত্র বাড়িয়ে দিলেন। তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক। এখন যিনি দিল্লি দলের সঙ্গে যুক্ত। আইপিএলের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে দল রয়েছে জেএসডব্লিউ গ্রুপের। সেই দলের নাম প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। যারা প্রথম বারে এসএ-২০ লিগে রানার্স। রাসেলকে এই প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হয়ে আসন্ন মরসুমে খেলাতে চান সৌরভ।

রবিবার রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসকে ১ রানে হারায় কলকাতা নাইট রাইডার্স। নিষ্পত্তি হয় শেষ বলে। তার পরেই মাঠে গিয়ে রাসেলের সঙ্গে কথা বলেন সৌরভ। কী কথা হল দু'জনে? সৌরভ প্রথমেই রাসেলকে অভিনন্দন জানান দুর্ধর্ষ ইনিংসের জন্য। রাসেলকেও দেখা যায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। একটা সময় মনে হল, হাত জোড় করে বাঙালি কায়দায় কিছু বলছেন। এর পরেই তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান সৌরভ। রাসেলকে বলেন, তোমাকে আমাদের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলে খেলাতে চাই। জানা গিয়েছে, রাসেল খেলতে রাজিও হয়েছেন। ক্যারিবিয়ান লিগে কেকেআরের দল আছে, দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগে তারা খেলে না। তাই রাসেলকে নেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মের দিক থেকে অসুবিধা নেই প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের। ইডেন থেকে বেরোনোর সময় সৌরভকে বেশ আশাবাদী শোনাল রাসেলকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়ার ব্যাপারে। ইডেন তখন কেকেআরের বিজয়োৎসব চলছে। শেষ বলে রিঙ্কু সিংহের দারুণ থ্রো-তে জফ্রা আর্চার রান আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাগআউট থেকে সকলে ছুটে গেলেন। শাহরুখ খান সেই উদ্বোধনী ম্যাচের পরে আর আসেননি। কিন্তু জুহি চাওলা ছিলেন। তিনি মাঠে নেমে এসে রাসেল, নারাইনদের অভিনন্দন জানাতে থাকলেন। ডিজে জোরে বাজিয়ে দিয়েছেন 'করব, লড়ব, জিতব রে'। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেন নিভে আসা প্রদীপ আবার জ্বলে উঠেছে। প্লে-অফে যেতে হলে শেষ চারটে ম্যাচের চারটেতেই জিততে হবে, এটা ছিল প্রথম সমীকরণ। তার পর দেখতে হবে, অন্যান্য দলগুলির অবস্থা। যাক, অন্তত প্রথম বাধাটা তো পেরোনো গেল! আর কী দুর্ধর্ষ সব মোচড় আর অপ্রত্যাশিত বাঁক। কেকেআর খুব মন্থর শুরু করল। রাসেলের আগমনটা মনে করুন। ভীষণ মন্থর ভাবে শুরু করেছিলেন তিনিও। প্রথম ৯ বলে করলেন ২। তার পরের ১৬ বলে করলেন ৫৫। সব মিলিয়ে ২৫ বলে ৫৭ অপরাজিত। চারটি চার ও ছ'টি পেল্লাই ছক্কা সমেত। স্ট্রাইক রেট ২২৮। আঠারোতম ওভারে মহেশ তিক্ষ্ণকে পর-পর তিনটি ছক্কা মারলেন। নাইট রাইডার্স ১৫ ওভার শেষে ছিল ১২১-৩। সেখান থেকে শেষ করল ২০৬-৪ নিয়ে। রাসেল আর রিঙ্কুকে কেন এত পরে নামানো হচ্ছে, তা নিয়ে বারবার কথা উঠেছে। বারবার লেখা হয়েছে। রাসেলের ফর্ম, ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি এটা নিয়েও চর্চা হয়েছে যে, 'রাসেল মাস্ল' দেখানোর মতো যথেষ্ট বল কি তিনি পাচ্ছেন? এ দিন হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতদের 'পাণ্ডিত্য'-ই পুরো ভুল ছিল। রাসেল নিজেও তো খোঁচা দিয়ে গেলেন নাইট ম্যানেজমেন্টকে। বিরতিতে সম্প্রচারক চ্যানেলের সামনে পরিষ্কার বলে দিয়ে গেলেন, "যত বেশি বল পাব, তত বেশি আমি অবদান রাখতে পারব।" এর চেয়ে খোলাখুলি আর কী বলবেন? রিঙ্কু সিংহকে জিজ্ঞেস করলেও বোধ হয় একই কথা বলতেন যে, আপনারা অঙ্গকৃশ, রামনদীপদের উপরে পাঠানোর কথা ভাবেন। আমি কী দোশটা করলাম? এ দিন রাসেল যদি ম্যাচের সেরা হন, তা হলে যোগ্য সঙ্গতের জন্য রিঙ্কুকে অন্তত ড্রেসিংরুম সম্মেলনে পুরস্কৃত করা উচিত। ৬ বলে ১৯। শেষ পাঁচ ওভারে কেকেআর তোলে ৮৫। এর মধ্যে শেষ তিন ওভারে ওঠে ৫৭। শেষ ওভারে ২২। রিঙ্কু দু'টো পর-পর ছক্কা মেরে ২০০ পার করলেন। এর পরেও কে ভেবেছিল, রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে! হাসরঙ্গ যখন আউট হলেন রাজস্থান রয়্যালস ৭১-৫। বৈভব সূর্যবংশী ফিরে গিয়েছেন। যশস্বী জয়সওয়াল আউট। ৭৩ বলে চাই ১৩৬। ম্যাচ শেষ ধরে নিয়েছে গোটা ইডেন। অনেকে বাড়ি চলে যাবেন কি না ভাবছেন। কোথা থেকে হঠাৎ উদয় হলেন রিয়ান পরাগ। এমন এক ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধালেন, যা আজ পর্যন্ত আইপিএলে কেউ পারেননি। পর-পর ছয় বলে ছয় ছক্কা, যদিও তা একটি ওভারে হয়নি। প্রথমে মইন আলির শেষ পাঁচ বলে পাঁচ ছক্কা মারলেন রিয়ান। ওই ওভারে নিলেন ৩২। এর পর বরুণের পরের ওভারে যে বলটা তিনি প্রথম খেললেন, রিভার্স সুইপে ছক্কা! বিস্মিত হয়ে ইডেন ভাবছে, আজও কি শনি নাচছে কপালে? পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ১১১ তুলতে গিয়ে হেরেছে। এই ইডেনে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ দিয়ে এসেছে। এ বার ধ্বংসকারীর নাম কি রিয়ান পরাগ? ভাবতে না ভাবতেই নতুন মোড়। হর্ষিত রানা প্রথম দুই ওভারে দিয়েছিলেন ২৮। চলতি আইপিএলে একেবারেই ছন্দে নেই। শিমরন হেটমায়ার এবং রিয়ান পরাগ সেই সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠা দু'জনকেই ফেরালেন হর্ষিত। ক্রিকেট কখন কাকে রাজা বানায়, কখন কাকে ফকির কে বলতে পারে! কিন্তু তাতেও নাটক শেষ হল না। শুভম দুবে যে রিয়ান পরাগ পার্ট টু হয়ে উঠতে পারেন, কে ভেবেছিল। শেষ ওভারে চাই ২২। বৈভব অরোরাকে একটা চার, দু'টো ছক্কা মেরে দিলেন শুভম। শেষ বলে চাই ৩। কোনও রকমে ২ নিতে পারলেই সুপার ওভার। বৈভব দারুণ নিশানায় ইয়র্কার করলেন। লং-অনে পাঠিয়েই দৌড়লেন শুভম। কুঁচকির চোট নিয়েই দুর্দান্ত থ্রো করলেন রিঙ্কু সিংহ। তার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিশ্চিত বাউন্ডারি বাঁচিয়েছেন। ওই চারটা না আটকাতে পারলে বিজয়োৎসবের দৃশ্য তৈরি হত কি না সন্দেহ। রিঙ্কুর থ্রোতে রান আউট জফ্রা আর্চার। ১ রানে জিতে ভেসে থাকল কেকেআর। ব্যাটের পাশাপাশি বোলার রাসেলের কথাও বলতে হবে। ১৯তম ওভারে বল করতে এসে মাত্র ১১ রান দিলেন। এক-এক সময় অবশ্য মনে হচ্ছে, ম্যাচের মতোই রুদ্ধশ্বাস সব ঘটনা দেখা গেল ম্যাচের শেষে।

ছবিমুড়ায় বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা করছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে: আমাদের রাজ্যে অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এগুলিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র। রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যের পর্যটন সম্ভারকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। আজ ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় পর্যটন বিকাশের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ত্রিপুরা সম্পর্কে মানুষ যাতে আরও বেশি জানতে পারেন সে উদ্যোগ নিতে হবে। গত কয়েক বছরে রাজ্যে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। জনজাতিদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে। শান্তি এবং উন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। শান্তির পরিবেশ বজায় থাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রাম যদি পিছিয়ে থাকে তাহলে উন্নয়নের মানচিত্রে কোনও রাজ্য নিজেকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারে না। রাজ্যের বর্তমান সরকার সমাজের সব অংশের মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে। রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন হলে স্বাভাবিক গতিতে রাজ্যেরও বিকাশ হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ত্রিপুরা এখন প্রায় নিয়মিতভাবেই জাতীয়স্তরে পুরস্কৃত হয়ে আসছে। তাই ত্রিপুরা এখন আর কারো কাছে অপরিচিত নয়। এই পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে রাজ্যে পর্যটকদের আরও বেশি করে আকৃষ্ট করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ছবিমুড়াকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পর্যটন হচ্ছে মানুষের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নের একটি ভিত্তি। ৫১ শক্তিপীঠের সব জায়গায় সবার যাওয়া সম্ভব নয়। তাই রাজ্যেই ৫১ শক্তিপীঠ তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ৬৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ছবিমুড়াতে বিভিন্ন নির্মাণ কাজ করা হবে।

বিধায়ক রঞ্জিত দাস, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ.কে. চাকমা, গোমতী জেলার জেলাশাসক টি.কে. চাকমা প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি অমরসাগর, ফটিকসাগর পাড়ের বিভিন্ন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আগে মুখ্যমন্ত্রী থাকছড়া মডেল গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন।

কর্মসংস্থানের দাবি, নেশা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার বাম যুব সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে : কর্মসংস্থানের দাবি, নেশা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে ডি ওয়াই এফ আই এবং টি ওয়াই এফ। আজ এরই প্রতিবাদে আগরতলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন বাম যুব সংগঠনের নেতৃত্বরা।

পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, কর্মসংস্থানের দাবি, নেশা ও দুর্নীতির অবসানের দাবিতে প্রতিটি জেলার জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নেশায় গোটা রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এমনকি, রাজ্যে আইনের শাসন বলতে কিছুই নেই। তাঁর অভিযোগ, মহাকরণ থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত একটা দুর্নীতির সাম্রাজ্য চলছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সরকার তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাঁর আরও অভিযোগ, টিআরবিটি একটি মেরুদণ্ডহীন সংস্থা রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ টেট টু পরীক্ষা নিয়েছে। তাতে, ব্যাপক দুর্নীতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিকে, অভাব অনটনের কারণে মা তাঁর শিশুকে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এনাকি সুশাসনের সরকার চলছে।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার দুই মহিলা পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে: ফের আগরতলা রেল স্টেশন থেকে দুই পাচারকারী সহ বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। আটককৃত পাচারকারী দুই মহিলা বিহারের বাসিন্দা। তারা ট্রেনে করে এই গাঁজাগুলি পাঞ্জাবে পৌঁছাবে বলে যাচ্ছিল। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যাগে মোট ২২.৪০৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক সাড়ে ৪ লক্ষাধিক টাকা। আটককৃতরা হল মঞ্জু দেবী এবং রচনা দেবী। তারা উভয়েই বিহারের বাসিন্দা।

তাদের আজ আদালতে সোপর্দ করে পালসিহ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তাদের সঙ্গে আরও পাচারকারী জড়িত আছে। তাদের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

রাজ্যে চাকরি কেলেঙ্কারি নিয়ে সিপিএমকে বিঁধলেন রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে : বাম আমলে ত্রিপুরায় চাকরী কেলেঙ্কারির ঘটনা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে অজানা কিছুই নয়। হাস্যকর ব্যাপার, তাঁরা বর্তমানে চাকরী নিয়ে চর্চা করছেন। তাঁরা কি নিজেদের পাপের কথা ভুলে গেছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই সিপিএমকে বিঁধলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, কংগ্রেস বরাবরই আম্বেদকর বিরোধী ছিল। বর্তমানে আম্বেদকর নিয়ে ভাঁওতাবাজি মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। ইতিহাস থেকে জানা গিয়েছে কংগ্রেসের শাসনকালে ডা. বি আর আম্বেদকরকে কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। অনেকভাবে আম্বেদকরকে তাঁরা অপমান করেছেন। ইতিহাস তার সাক্ষী রয়েছে।এখন আম্বেদকর নিয়ে কংগ্রেস নাটক শুরু করেছে। গোটা দেশে সংবিধান বাঁচাও অভিযানের নামে নাটক করছে কংগ্রেস। বিগতদিনে বার বার কংগ্রেস সংবিধানকে লঙ্ঘন করেছে, বলে দাবি তাঁর। এদিন তিনি বলেন, কংগ্রেস ডঃ বি আর আম্বেদকরকে কখনো সম্মান দেওয়ার কথা ভাবেন নি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমের বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, বাম আমলে ত্রিপুরায় চাকরী কেলেঙ্কারির ঘটনা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে অজানা কিছুই নয়। বর্তমানে চাকরী নিয়ে তাঁরা যখন চর্চা করেন তখন লজ্জা লাগে না তাঁদের। তাঁরা কি নিজেদের পাপের কথা ভুলে গেছেন, বলে প্রশ্ন করেন তিনি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বাম জামানায় ২৫ বছরে বহু কেলেঙ্কারির তথ্য রয়েছে। তারজন্য বিরোধী দলনেতাকে পাপ মোচনে কুম্ভতে গিয়ে স্নান করার প্রয়োজন,বলে পরামর্শ দিলেন তিনি। বাম নেতৃত্বরা ভাবছেন ক্ষমতায় নেই বলে হাওড়া নদীতে একবার স্নান করলেই পাপ মোচন সম্ভব নয়।

পরকীয়ার জেরে স্ত্রীকে প্রাণে মারার চেষ্টা, অভিযোগে গ্রেপ্তার পুলিশ স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে: পরকীয়ার জেরে স্ত্রীকে অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীকে আটক করল মধুপুর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, পুলিশ কর্মী শম্ভু কুমার ত্রিপুরা অপর মহিলার সাথে অবৈধ সর্মকে লিপ্ত। তার জেরেই প্রায়শই নিজ স্ত্রীকে অত্যাচার করে সে। এদিনও তাই হয়।

বাকবিতণ্ডার জেরে নিজ স্ত্রীকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে শম্ভুলাল। পরবর্তী সময়ে স্ত্রী বাধ্য হয়ে মধুপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ দ্রুত ছুটে গিয়ে অভিযুক্ত ত্রিপুরা পুলিশ কর্মী শম্ভু কুমার ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে মধুপুর থানায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমলাসাগর বিধানসভার নোয়াবাড়ি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

যদিও পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে স্ত্রী বিবিতা দেববর্মা অভিযুক্ত স্বামী শম্ভু কুমারের বিরুদ্ধে সোমবার রাত আটটা নাগাদ মামলা দায়ের করেন। পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। জানা যায় দীর্ঘদিন পূর্বে নোয়াবাড়ি এলাকার ববিতা দেববর্মার সাথে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় সোনামুড়া থানা এলাকার শম্ভু কুমার ত্রিপুরার। তিনি আবার ত্রিপুরা পুলিশে কর্মরত। প্রথম দিকে তাদের সংসার জীবন খুবই ভালো ছিল। তাদের সংসারে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। যার বয়স বর্তমানে ১৪ বছর।কিন্তু গত এক বছর পূর্ব থেকে শম্ভু কুমার ত্রিপুরা পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

গত ২৫ এপ্রিল লালসিমুরা রংমালা এলাকায় এক গৃহবধুর সাথে অবৈধ কুকর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়ে। এলাকায় জনগণ তাদের গণধোলাই দেয়। পরবর্তী সময়ে তার স্ত্রী বিবিতা দেববর্মা জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়। সেখানে গিয়ে তার সমস্ত অভিযোগ তুলে ধরেন। দীর্ঘদিন যাবত সেই মহিলার সাথে তার পরকিয়া রয়েছে। তাদের সংসারে একটি কন্যা সন্তান থাকলেও কোনো ভরণপোষণ দিচ্ছে না। এমনকি, বাড়ি ঘরের কোন খবর রাখছে না। শেষ পর্যন্ত পুলিশ সুপার শম্ভু কুমার ত্রিপুরার স্ত্রী বিবিতা দেববর্মাকে প্রত্যেক মাসে ১৪০০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করে। কিন্তু সেই টাকাও নিয়মিত দিচ্ছে না। আর দিলেও বারবার হুমকি দিচ্ছে সেই টাকা ফিরিয়ে দিতে। অবশেষে সোমবার বিকেলবেলা বাড়িতে এসে স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মারধোর শুরু করে। এমনকি, গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করে।পরে নির্যাতিতা মহিলা বাধ্য হয়ে মধুপুর থানায় দারস্ত হয় এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। জানা যায়, শম্ভু কুমার ত্রিপুরা গত এক বছর যাবত পরকীয়ায় লিপ্ত। তার স্ত্রী ও কন্যা সন্তানের কোনো ধরনের দায়িত্ব পালন করছে না সে। তাই অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন নির্যাতিতা স্ত্রী।

শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে মাল্টি জিমের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে: শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো একটি মাল্টি জিমের। এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ত্রিপুরা ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় খেজুর বাগানস্থিত ভোলাগিরি শহীদ ভাগৎ সিং যুব আবাসে মাল্টি জিমের আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। সঙ্গে ছিলেন দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ ও অন্যান্য ক্রীড়া মোদীরা।প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যায় করে তৈরি করা হয়েছে এই মাল্টি জিম।

মাল্টি জিমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, আমাদের রাজ্যে এখন খেলাধুলার উন্নত মানের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। রাজ্যভিত্তিক আসরের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের আসর করার মত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এ রাজ্যে। খেলোয়ারদের থাকার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে ও শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে।এতদিন এখানে যারা আবাসে থাকতেন তাদের জিম করার মত কোন সুযোগ ছিল না। সে কারণেই অত্যাধুনিক একটি জিম এখানে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে এসে যেসব খেলোয়াড়রা থাকবেন তারা এখানে শরীর চর্চা করতে পারবেন। পাশাপাশি আশপাশ এলাকার যেসব আধিকারিকরা রয়েছেন তারাও সামান্য পয়সার বিনিময়ে এখানে জিমে শরীরচর্চা করার সুযোগ পাবেন বলে জানান ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

পুলিশের তাড়া খেয়ে মুহুরি নদীতে ঝাঁপ দেন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে : পুলিশের তাড়া খেয়ে মুহুরি নদীতে ঝাঁপ দেন এক যুবক। গতকাল রাত থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে এখনো তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বর্তমানেও বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীরা মুহুরী নদী বনকর ঘাটে মোটর চালিত একাধিক বোট নামিয়ে ব্যাপকভাবে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে, ওই যুবকের স্ত্রী অভিযোগ, তার স্বামীকে বাঁচাতে পুলিশ কোনও চেষ্টা করেনি।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় বিলোনিয়া বনকর গাংগাইল রোড এলাকায় পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। ওই সময় পুলিশকে দেখে একাধিক যুবক দৌঁড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে অর্জুন দাস এবং আরেক যুবক গাঙ্গাইল রোড বাঁধ থেকে নিচে নেমে মুহুরী নদীতে ঝাঁপ দেয়। এক যুবক পরে কোনক্রমে উঠে এলেও অর্জুন দাস নদী থেকে আর উঠে আসেনি। তাঁর সঙ্গী জানায় নদীতে সে ঝাঁপ দেওয়ার পর একসময় বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করে। পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনিয়া মহকুমা শাসক সহ পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা, বিপর্যয় মোকাবিলা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা মোটর চালিত বোট নিয়ে নদীতে নেমে ব্যাপকভাবে তল্লাশি চালায়। সংবাদ খেলা পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধান পায়নি। এদিকে নিখোঁজ অর্জুন দাসের স্ত্রী সহ পরিবার মুহুরি নদী গাঙ্গাইল রোড এলাকায় এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

খাদ্যনালীতে জটিলরোগে আক্রান্ত হয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ মে: খাদ্যনালীতে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি চড়িলাম বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্রের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তার পরিবার সহ গোটা চড়িলাম। সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া সেই মৃত ছাত্রের নাম সুমিত সাহা। গতকাল রাতে শিলচর ক্যান্সার কেয়ার হসপিটালে তার মৃত্যু হয়। তার মৃতদেহ মঙ্গলবার সকালে শিলচর থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে আসে। প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছোট ভাইয়ের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় ভাই ভাই করে চিৎকার করতে করতে পেছন পেছন ছুটতে থাকে আগরতলা এনআইটি কলেজে দ্বিতীয় সেমিস্টার পড়ুয়া বড় বোন তনুশ্রী সাহা। হৃদয় বিদারক এই দৃশ্য দেখে কাঁদছে গোটা চড়িলাম। ঘটনা মঙ্গলবার সকালে চড়িলাম পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায়।

এই এলাকার বাঁশ বেতের সামগ্রী বিক্রেতা বিশ্বজিৎ সাহার সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া ১২ বছরের ছেলে সুমিত সাহা গতকাল রাত ১১ টায় শিলচর ক্যান্সার কেয়ার হসপিটাল (টাটা) এ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বেশ কয়েক মাস যাবৎ তার কাঁশি কমছিল না। সে খেতে পারত না। আগরতলায় বহু চিকিৎসক দেখানোর পর নিয়ে যাওয়া হয় শিলচরে। ১৮ দিন ধরে শিলচর ক্যান্সার কেয়ার হসপিটালে ভর্তি ছিল। গতকাল রাত্রি ১১ঃ০০ টায় পৃথিবীর সমস্ত মায়া মমতা ত্যাগ করে চলে যায়। মঙ্গলবার সকালে অ্যাম্বুলেন্সে করে তার দেহ আসে চড়িলাম পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন তার বাড়িতে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার বাবা বিশ্বজিৎ সাহা, মা জয়শ্রী সাহা, প্রাণপ্রিয় বড় বোন তনুশ্রী সাহা আত্মীয় স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সহ গোটা গ্রামের মানুষ।

ভাই এবং বোন দুজনেই লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী। সুমিতের বড় বোন তনুশ্রী মাধ্যমিকে টুয়েলভে টপ রেজাল্ট করে বর্তমানে আগরতলা এনআইটি কলেজে পড়াশোনা করছে। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সে। যখন ভাইয়ের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পেছন পেছন চিৎকার করতে করতে ছুটছিল। তার মা জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিল বারবার। এই মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি কেউ।

মায়ের বুকফাটা আর্তনাদে ভারি চড়িলামের আকাশ বাতাস। হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় চড়িলাম নতুন মোটর স্ট্যান্ডের পেছনে রাঙ্গা পানিয়া নদীর তীরে মঙ্গলবার বিকেলে। প্রাণপ্রিয় ছোট ভাইয়ের মৃত্যুতে বড় বোন তনুশ্রীর বুকফাটা চিৎকার কেউ থামিয়ে রাখতে পারছে না। সে তার ছোট ভাইকে অসম্ভব ভালোবাসতো। ছোট ভাই ছিল তার প্রাণ। তার মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে এনআইটি পড়ুয়া বড় বোন তনুশ্রী সাহা।

ভারতের সংবিধান বাঁচাও অভিযানের অঙ্গ হিসাবে দক্ষিণ জেলা সফরে আশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে: ভারতের সংবিধান বাঁচাও অভিযানের অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার দক্ষিণ জেলা সদর বিলোনীয়া সফরে আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। বিকেলে কংগ্রেস ভবনে এসে প্রদেশ সভাপতি দলীয় কর্মীদের নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক নং টিলায় এসে সভায় মিলিত হন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ সভাপতি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের সংবিধান কে কুলুসিত করেছে। ওয়াকফ বিল এনে একটা জাতি কে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছিল। মানুষের কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি, শূন্যপদ পূরন, বিজেপি সরকারের প্রতিশ্রুতি খেলাপের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সারা ভারতে সারা মে মাস ব্যাপী বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছে। রাজ্যের

কংগ্রেস দল এই কর্মসূচি কে বাস্তবায়িত করতে এবং জাতীয় কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আরো বেশ কিছু সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও ব্লকে কংগ্রেস দলের আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছে।

তিনি বলেন, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি গত সংবিধান দিবসে দিল্লীর তালকোটরা স্টেডিয়ামে কংগ্রেস দলের সব বিভাগ কে নিয়ে বৈঠকে মিলিত হয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। দেশের সংবিধান রক্ষা, দেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, জাতি উপজাতি,ধর্মীয় মৌলবাদীদের আস্ফালন,সহ সুনির্দিষ্ট দাবি দাওয়া নিয়ে কংগ্রেস সারা দেশে আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছে।

এই জন্য রাজ্য কংগ্রেসের শাখা সংগঠন এসসি, এসটি সেল,মহিলা কংগ্রেস,যুব কংগ্রেস, কিষান কংগ্রেস, সেবাদল গণ আন্দোলনে সামিল হবে। কেন্দ্রের এবং রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যার্থ। এই ব্যার্থতার দায় সরকারকে নিতে হবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ সভাপতি আরো বলেন, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কর্মসুচি অনুযায়ী মে মাস ব্যাপী সংবিধান বাঁচাও অভিযানকে সামনে রেখে এই রাজ্যেও জনগনের স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবে কংগ্রেস। এরই মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে কনভেনশন, দাবি সনদ পেশ করা ও প্রকাশ্য সমাবেশের মতো কর্মসুচি থাকবে বলে জানান প্রদেশ সভাপতি। আজকের প্রদেশ কংগ্রেস আহুত সংবিধান বাঁচাও অভিযান কর্মসূচির মিছিল এবং সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তণ মন্ত্রী মনিন্দ্র রিয়াং,প্রবীন কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্র মহাজন, চেলাফু মগ, জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারী, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অজিতাভ মজুমদার, বিলোনীয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার সহ জেলার ব্লক কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, সেবাদল, মহিলা কংগ্রেস, কিষান কংগ্রেসের নেতা কর্মী সমর্থকরা।

পাচারকালে অবৈধ মদ উদ্ধার করে বজরং দলের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে: পাচারকালে গাড়ি ভর্তি দেশি মদ আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল বজরং দলের সদস্যরা। আজ সকালে ওই ঘটনায় সেকেরকোট নিউ মার্কেট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গাড়ি ফেলে ঘটনাস্থল থেকে চালক পালিয়ে গেলেও অটো গাড়িটিকে নিয়ে যায় আমতলী থানার পুলিশ।

ঘটনার জানা গিয়েছে, নিত্যদিনের মতো পশ্চিম জেলার বজরং দলের সংযোজক কৌশিক পাল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঢুকলি প্রখণ্ডের সম্পাদক প্রসেনজিৎ সূত্রধর নতুন করে একটি বিলন কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সেকেরকোট এলাকায় গিয়েছিলেন। নিউ মার্কেট এলাকায় একটি অটো গাড়ি দেখে বজরং দলের সদস্যদের সন্দেহ হলে গাড়িটির দিকে এগিয়ে আসতেই গাড়ি থেকে দুই ব্যক্তি নেমে দৌড়ে পালিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে বজরং দলের সদস্যরা আমতলী থানায় খবর পাঠালে তড়িঘড়ি ছুটে আসে পুলিশ। আমতলী থানার পুলিশ নির্দিষ্ট দাঁড়ায় একটি মামলা হাতে নিয়ে উক্ত এলাকা থেকে গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়।

কালিকা জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সম্প্রতি শেষ হওয়া অক্ষয়া তৃতীয়া উপলক্ষ্যে লাকি ড্র বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas